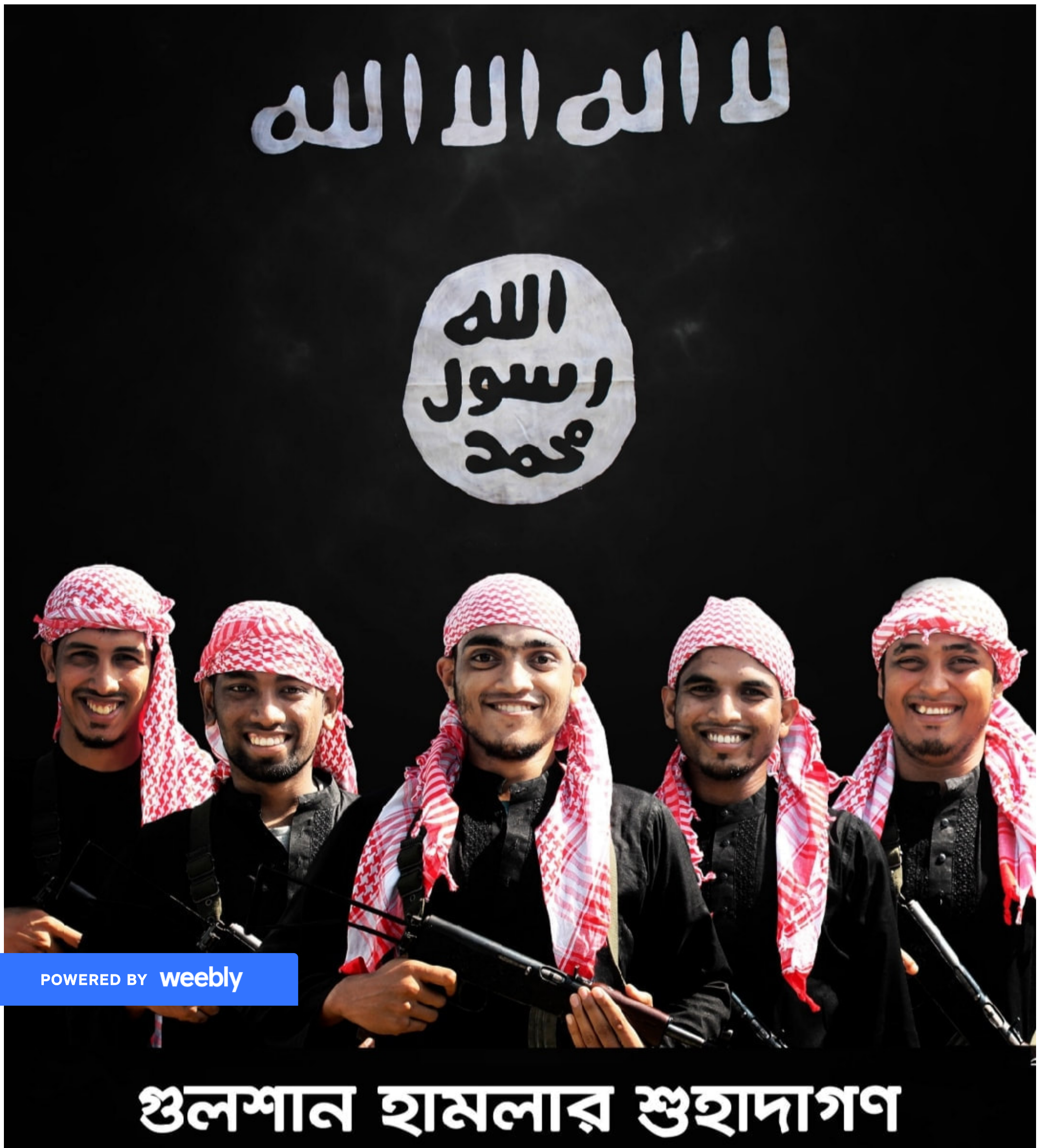


Songshoy Niroson
"সংশয় নিরসন"

☝ সত্যের বার্তা পৌছে দেয়ার একটি প্রয়াস ☝

হলি আর্টিজান হামলার কারণ, সত্য ঘটনা | পর্ব ১



৫ ইনগিমাসী মুজাহিদিন ভাই, যারা আমেরিকান বিমান হামলায় নিহত মুসলিমদের রক্তের বদলা নিয়েছেন এবং এরপর আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছেন।

দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর, এবং তার সম্মানিত পরিবার বর্গের প্রতি!

অতঃপর, ২০১৬ সালের ১-২ জুলাই ঘটে যাওয়া এক অজানা ও রহস্যে ঘেরা ঘটনা উম্মোচনের উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রবন্ধটি রচনা ও প্রকাশ করছি। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে উম্মাহর কাছে সত্যকে সঠিকভাবে পৌছে দেয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য!

উক্ত প্রবন্ধটিতে আমরা যে সমস্ত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করবো,

১. উক্ত অভিযান সম্পর্কে প্রকাশিত দাওলাতুল ইসলাম এর অফিসিয়াল পিডিএফ বই ও ভিডিওসমূহ।

(এতে ব্যখা করা হয়েছে, এই অভিযান পরিচালনা করার কারণ, শরীঈ বৈধতা ও শহীদ হওয়া বাঙালী মুজাহিদিনদের জীবনি এবং ভিডিও বক্তব্যসমূহ)

২. ইরাক, সিরিয়ার যুদ্ধ ও আইএসের ইতিহাস। (এক নজরে ইসলামিক স্টেট খিলাফাহ'র ইতিহাস)

৩. মুসলিম গণহত্যায় জড়িতদের তালিকা > শারিয়াহ অনুযায়ী ক্রুসেডার জোট ও তাদের সাহায্যকারী কাফের নাগরিকদের শাস্তি ও তার দলিলসমূহ।

৪. হলি আর্টিজানে পরিচালিত অভিযান সম্পর্কে সম্পুর্ণ সত্য ঘটনা। রয়েছে ছবি ও ভিডিও (ফুটেজসহ)

---

১. উক্ত অভিযান সম্পর্কে প্রকাশিত দাওলাতুল ইসলাম এর অফিসিয়াল পিডিএফ বই ও ভিডিওসমূহ

অভিযানের কারণঃ (সংক্ষেপে), খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর, এর ১ম রাজধানী ইরাকের 'মসূল' শহরে আমেরিকান লেড কোয়ালিশন একের পর এক নৃশংস বিমান হামলা চালায়, এবং সেই বিমান হামলায় নিহত হয় অসংখ্য মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু। তাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই, একইভাবে আমেরিকান লেড কোয়ালিশন এর কাফির নাগরিকদের ওপর এই বরকতময় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করেন গোটা মুসলিম উম্মাহ এবং কাফেরদের অন্তরে সৃষ্টি হয় ভয়, ত্রাস ও নিজেদের কৃত অন্যায়ের কারণে আগত শাস্তির ব্যপারে আফসোস।

খিলাফাহ থেকে এই ব্যপারে প্রকাশিত কিছু পিডিএফ বই এবং ভিডিওসমূহ!

গুলশান হামলার শুহাদাগণ - https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i2dCArQvwffsRNvoZLqKRQW

এই ব্যপারে শরীঈ বৈধতা নিয়ে তৈরি পিডিএফ বই,

কাফিরদের রক্ত আপনার জন্য হালাল, সুতরাং তা প্রবাহিত করুন -
https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i3mMpjtrtKHznXQoliZolgs

উক্ত অভিযান নিয়ে হাসিনার পা চাটা ভাড়াটে আলেমরা তরুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রসার, মিথ্যাচার করলে, দাওলাহ বা আইএস এর পক্ষ থেকে তার দাতভাঙা জবাব দিয়ে প্রকাশ করা এই বইটি!

ইসলাম শান্তির ধর্ম! - https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i7CBEUWzeDjLCCLcGnS8YUv

দাওলাহ'র বেঙ্গল মিডিয়া থেকে প্রকাশিত অফিসিয়াল ভিডিও, যেখানে হামলাকারী মুজাহিদিনগণ প্রমাণ ও বক্তব্য পেশ করেন, অভিযান পরিচালনার পুর্বে!

এবং তারা চক্রান্ত করেছে এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন -

https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i32IL7YwzljM9aMQ5TXnsln

বরকতময় অভিযানের কিছুদিন পর, খিলাফাহ'র ২য় রাজধানী সিরিয়ার রাক্কা শহর থেকে ৩ বাঙালী মুজাহিদিন ভাই শহীদ ভাইদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পেশ করে বক্তব্য দেন।

বাংলায় খিলাফাহ'র বীরদের প্রতি -

https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i5zIu4LQQ7Dcl0HM49aAtPy

লিংক কপি-পেস্ট করে ডাউনলোড করে নিন। লিংক কাজ না করলে, উক্ত ফাইলের নাম গুগলে সার্চ করলে কোথাও না কোথাও পাবেন। ইনশাআল্লাহ্

নিচে আরও থাকছে। বিশদ ব্যখা সহ আরও কুরআন ও সুন্নাহর দলিল। ইনশাআল্লাহ!

---

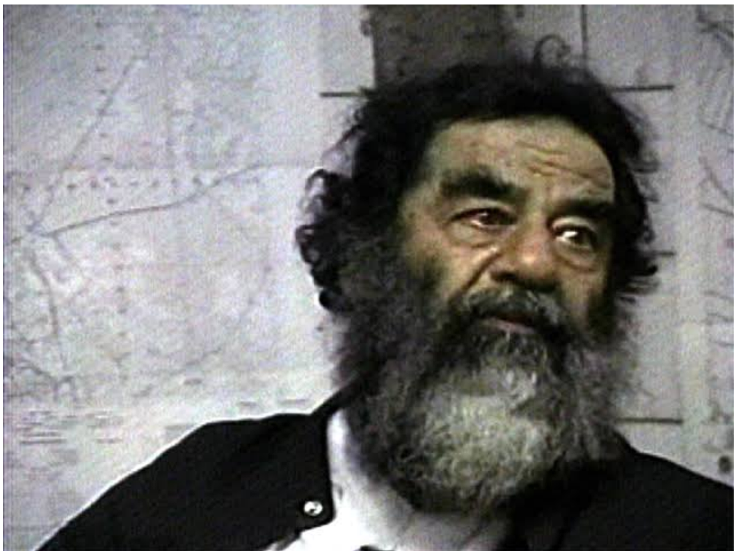
২. ইরাক, সিরিয়ার যুদ্ধ ও আইএসের ইতিহাস

সময়টা ২০১৬ সাল, মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ২ বছর সমপন্ন হয়েছে! আমাদের ভাইয়েরা পরিপুর্ণরুপে কুরআনের আইন দিয়ে সমগ্র দুনিয়াতে অবস্থিত খিলাফাহ'র অঞ্চলসমূহ শাসন, বিচার-ফায়সালা ও পরিচালনা করছেন।

কিন্তু ঠিক এর ১৪ বছর আগে চলে আসুন.. তখন উম্মাহর বে-হাল দশা এবং চারিদিকে অন্যায়, জুলুম আর মাজলুমদের কান্না, অতঃপর জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমেরা (খিলাফাহ) অবসান ঘটালেন জুলুমের, ফিরে আসলো জমিনে শান্তি, রহমত ও বরকত!
এই ঘটনা এমনই এক ঘটনা, যা আপনি শুনে নিজ অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করবেন, ইনশাআল্লাহ!


ইসলামিক স্টেটের শহরে নিরাপত্তা প্রদান করছেন আপনার মুজাহিদিন ভাইয়েরা।

এক নজরে ইসলামিক স্টেট খিলাফাহ'র ইতিহাস


ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইনের বন্দি হবার সময়ের ছবি।

২০০৩ সাল, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে বন্দি করে মিষ্টি কথায় বিবৃতি দিয়ে মার্কিন বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসন। এবং এক টানা প্রথম ২ বছর শিয়া ও মার্কিন কুকুরেরা মিলে যৌথভাবে আহলুস সুন্নাহ (সুন্নি) সাধারণ নিরীহ মুসলিমদের ওপর গুম, হত্যা ও কারাগারে বন্দি-ধর্ষণ করার ২ বছর পর,





সেই মার্কিন সেনাবাহিনী ও শিয়াদের হাতে অত্যাচারিত আহলুস সুন্নাহর এক ভাই কাঁদছেন, ডান পাশে আবু গারিব কারাগোরে টর্চার করার প্রমাণসমূহ, আরও ভয়াবহ প্রমাণাদি গুগলে একবার "Crimes by American Army in Iraq 2003" লিখলেই পাবেন। ইনশাআল্লাহ।



শায়খ আবু মুস'আব আয যারকাভি (রহিমাহুল্লাহ) এবং বাম পাশে থাকা অস্ত্রটি আমেরিকান কুফফার সেনা বাহিনীর সদস্যের। যুদ্ধে তাকে হত্যা করে তার অস্ত্র গনিমত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটাই তো আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত রিযিক।

জিহাদি নেতা শায়খ আবু মুস'আব (রহিমাহুল্লাহ) যার নেতৃত্বে ইরাকের বীর মুজাহিদিন ভাইয়েরা একের পর এক বরকতময় ইশতিশহাদী (সুইসাইড বম্বিং) ও এম্বুশ হামলার মাধ্যমে শিয়া মুরতাদ ও ক্রুসেইডার আমেরিকানদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। অতঃপর মার্কিন আমেরিকান বিমান হামলায় শায়খ আবু মুসআব (রহিমাহুল্লাহ) শাহাদাত বরণের পর,



শায়খ আবু ওমর আল কুরাইশি - রহিমাহুল্লাহ (রাসুলুল্লাহ "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" এর বংশধর)

নব নিযুক্ত আমীর হন শায়খ আবু ওমর (রহিমাহুল্লাহ) এবং ২০০৬ সালের দিকে ইরাকের আল কায়দার আমীরুল মু'মিনিন আবু ওমর আল কুরাইশি (রহিমাহুল্লাহ) ইরাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা ৮০টি জিহাদী সংগঠনকে আহ্বান করলেন, বিচ্ছিন্নভাবে জিহাদ না করে, একসাথে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে আমেরিকা ও তার পা চাটা শিয়া (রাফিদি) সরকারকে পরাজিত করা হোক! এভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জিহাদ করতে থাকলে তারা একে একে আমাদের দূর্বল করে ফেলবে বরং আমরা যদি উম্মাহ এক হই, আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় আসবে। এবং আল্লাহর রাসুল (সা) বলেছেন, সকল মুসলিমদের এক হতে আর এতেই কল্যাণ এবং তার ডাকে সব জিহাদি সংগঠনই সাড়া দিলেন।

বিলুপ্ত হলো, আল কায়দা ইন ইরাক সহ ৮০টি জিহাদি সংগঠন। ঘোষণা হলো **ইসলামিক স্টেট ইরাক রাষ্ট্র, দাওলাতুল ইসলাম ফিল ইরাক**!



সেই সময়ের একটি পুরনো ছবি।



২০১১ বা তার আশের পাশের সময়ের ছবি।



সেই বালকটির গ্রাফিটি স্প্রে করার অঙ্কনচিত্র।

এবং ২০১১ সাল, অপর দিকে সিরিয়াতে শুধু একজন আহলুস সুন্নাহ মুসলিম শিশু দুষ্টুমি করে তার বিদ্যালয়ে তিউনিসিয়া সরকার বিরোধী গ্রাফিটি স্প্রে করার কারণে কাফের শিয়া (নুসাইরী) আসাদ এর গোয়েন্দা বাহিনী তাকে গুম করে অনেক মারধর-টর্চার করে,

পরিবারের কাছে অসুস্থ-আধমরা বাচ্চা ফেরত দিয়ে যায়, অতঃপর এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে,

বড়দের সাহায্য নিয়ে প্রতিবাদমূলক মানববন্ধন করতে বের হয় স্কুলের ফাইভ, সিক্সের পড়ুয়া বাচ্চারা, তখন এই নিষ্পাপ শিশুদেরকেও গোয়েন্দারা টার্গেট করে গুম করে ক্রসফায়ার, অমানবিক নির্যাতন করে এই বিকৃত লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। তারপর উক্ত ঘটনায় গোটা সিরিয়াবাসী নারাজ হয়ে যায়। উত্তেজিত সিরিয়াবাসী এর সর্বোচ্চ প্রতিবাদ, মানববন্ধন করেন। এদের অপকর্মের প্রমাণ,



১ লক্ষ্য আহলুস সুন্নাহ মুসলিম ও ২০ হাজার মুসলিম শিশুকে হত্যা করে নুসাইরি (শিয়া) নেতা মুরতাদ আসাদ। তাকে কেন মিডিয়াতে জঙ্গি বলা হয় না??







আরও অনেক ছবিই রয়েছে, গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদি রাষ্ট্রের মুরতাদ-কুরুসেডার শাসকেরা যখন মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালায়, তখন তাদের হত্যাকান্ড মিডিয়াতে আনা হয় না। তাদেরকে জাতির নেতা, আদর্শ, ভালো মানুষ বলে আখ্যা প্রদান করা হয়, আর মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ নেয়া মুজাহিদিনদের বলা হয় সন্ত্রাসী-জঙ্গি-খুনি ইত্যাদি, এই হচ্ছে শয়তান মিডিয়ার কৃতকর্ম।

অতঃপর এই ঘটনার কারণে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রায় ৬০০ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সেখানে ঘটে, সবাই ছিল ক্ষমতার লোভী, বহিরা বিশ্বের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পা চাটা দল। ইহুদি-খ্রিষ্টান নিয়ন্ত্রিত দল সবসময় মানুষের অধিকারের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, আল্লাহর দেয়া কুরআন বিরোধী আইন চালু করবে এবং ইসলাম+মুসলিম নিধন প্রজেক্টও চালু করবে!

""""যেমনটা এদেশে, ভারত সহ অনেক দেশেই দেখা যায়। "হিন্দু মুশরিকেরা মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করছে, বোনদের প্রেমের ফাদে ফেলে অপহরণ করে পাচার করে ভারতে পতিতালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে! উজবেকিস্থান সহ নানান দেশ হতে মুসলিমাহ বোনদের মুশরিকেরা এনে পাচার করছে, তাদের পতিতালয়ে পাঠাচ্ছে, মুশরিকদের জন্য!

তাছাড়া গর্বের সাথে ট্রান্সজেন্ডার + সমকামীতা প্রচার প্রসার চলছে, দ্বীন ইসলাম নিয়ে হাসি-তামাশা, আল্লাহর রাসুল (সা)কে নিয়ে ব্যঙ্গ, গালিগলাজ,
শারিয়াহ শাসন না থাকার কারণে বেশিরভাগ নারীরাই দিনদিন বেপর্দা- বেপরোয়া হয়ে ঘুরছে, যুবকেরা রাসূলের সুন্নাহ দাড়িকে পরিত্যাগ করেছে! বয়সসীমা বাড়িয়ে, অর্থনৈতিক মান নষ্ট করে বিয়ে কঠিন করার মাধ্যমে আর অশ্লীলতার বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে যুবকদের চরিত্র নষ্ট করে; তাদেরকে দিয়ে যিনা করিয়ে ইসলাম হতে দূরে ঠেলে দিচ্ছে! শিরকী শাসনব্যবস্থা দিয়ে মুসলিমদের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে, মুসলিমদের বেশিরভাগই জানেনা যে, গাইরুল্লাহর কুফরি আইনের প্রতি সম্মান দেখানো, ভোট দেয়া ও বিচার চাওয়া ঈমান ভঙ্গের কারণ! ফলে মনের অজান্তে তারা মুশরিক হয়ে যাচ্ছে!
বোনেরা নিরাপদভাবে পথে-ঘাটে চলতে পারছে না, ধর্ষিত হচ্ছে এবং ধর্ষকের প্রতি ইনসাফ আর ধর্ষিতার প্রতি জুলুম করে, ধর্ষককে দুই মাসের মাথায় জামিন দিচ্ছে! শারিয়াহ থাকলে আজ এমনটা হতো না। বোনদের ইজ্জত আবরু নিরাপদ থাকতো। তারপর বেশ্যাবৃত্তি-পতিতালয়কে বৈধতা দিয়ে সমাজে যিনা ও পাপাচার বাড়ানো। ফলে যুবকেরা বিয়ে বাদ দিয়ে, পতিতাতের প্রতি ঝুকছে, লাভ হচ্ছে তাগূত সরকারের।
মদ সহ বিভিন্ন সকল মাদকের বৈধতা দেয়া, এমনকি সিগারেট বিড়ি নামক মাদককে মাদক না বলে চালিয়ে দেয়া, উম্মাহকে নেশাখোর বানানোর চক্রান্ত, আর এর মাধ্যমেও বিশাল আয় রোজগার তাগূত সরকারের। এবং ওয়াজ মাহফিলে বাধা প্রদান -বক্তাকে বেধক মারধর, হক কথা বললে- এর পথে থাকলে মুরতাদ পুলিশ বাহিনী কতৃক গুম, ক্রসফায়ার, আর তাগূতের পক্ষে কথা বললে আলমারী ভর্তি টাকা, সুযোগ সুবিধা-রয়েছে জঙ্গিদের হাত থেকে রক্ষা করার বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চারিদিকে সুদের বন্যা বইয়ে যাওয়া। মনগড়া ইসলাম প্রচার করা। সমাজে শিরক, কুফর ও অজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি অনেক ভয়াবহতাই আছে, আমরা জানি না।" এইগুলো হচ্ছে গণতন্ত্র তথা শয়তানের আইন।

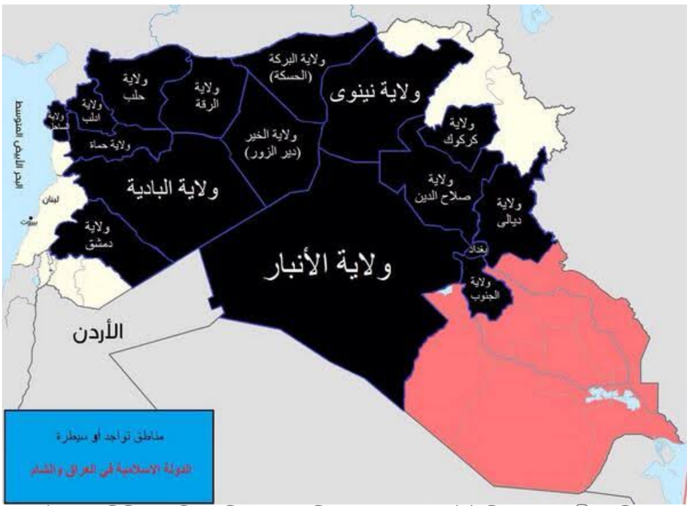
তারা মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার মিষ্টি কথা বলে- মানুষের সবস্ব তারা লুটে নেয়, এই স্বাধীনতাকামী দাবীদার দলগুলো মূলত, ইহুদি খ্রিষ্টানদের আদেশ অনুযায়ী গণতন্ত্রের মত শিরকী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যার ছোট একটি উদাহরণ আমরা দেখিয়েছি, এবং ইহুদি খ্রিষ্টানদের আনুগত্য করার কারণ, নিজেদের ক্ষমতার গদিতে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসও বলতে পারেন! লাভ একটিই- দুনিয়াহ! এরা সবাই দুনিয়ার ইবাদতকারী।""""

এবং ঘটনায় আসি, এই এর ৮-১০ মাস পরই এই শিয়া (নুসাইরি) সম্প্রদায় ও বাকি দলগুলোর কবল থেকে নীরিহ মুসলিমদের রক্ষা করতে ইসলামিক স্টেট ইরাকের সবচাইতে দক্ষ যোদ্ধা মুজাহিদিন ভাইদের প্রেরণ করেন তৎকালীন ইরাকের ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর শায়খ আবু বকর আল বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ), আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে;
২ বছরের পর তারা প্রচন্ড জনসমর্থনের সাথে সাথে সিরিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিও বিজয় করেন। এবং ২০১৪ সালে ইরাক ও সিরিয়া দুই রাষ্ট্রকে একত্রিত করে জাতীয়তাবাদ এর কুফুরি বর্ডার ভেঙে ফেলেন। এবং তখন শত শত বছর ধরে তরক করা ফরজ "খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা" হতে উম্মাহ দূরে ছিল। ইসলামের নাম ব্যবহারকারী মুরতাদ গণতান্ত্রিক সংগঠন জামায়াতে ইসলাম বা ইখওয়ানুল মুসলিম, ত্বাগূতকে মুসলিম মনে করা ভ্রান্ত

আকিদার হিজবুত তাহরীর, জিহাদের দাবীদার জাতীয়তাবাদি মুজাহিদ ও রাফিদাদের ভাই তালিবান/ আমেরিকার সাহায্য কামনাকারী ও গণতান্ত্রিক সিরিয়ার সেই আল কায়দা সমর্থিত দল - এরা কেবল মুসলিম উম্মাহকে ধোকাই দিচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ এ খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে, আজীবন মুসলিমদের তারা ধোকা দিয়ে আসছিল, আইএস হতে বলা হয়েছিল আল কায়দাকে- খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার ব্যপারে.. তারা এরপর উত্তরে জানায়- এখন খিলাফত প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি। এই বলে তারা ফরজ এই আমল থেকে দূরে ছিল, অথচ এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা এতটাই জরুরী ছিল, যে আল্লাহর রাসূল (সা) কে দাফন অব্দি করা হয়নি, আগে খলিফা কে হবেন! এটা নিয়ে উম্মাহর মাঝে চিন্তার খোরাক ও বিভিন্ন মতামত প্রদান করা শুরু হয়ে যায়। অতঃপর সাহাবী আবু বকর (রা) খলিফা হিসেবে আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ এর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে খুলাফায়ে রশিদা প্রতিষ্ঠার পরই আল্লাহর রাসূলকে দাফন করা হয়। এটি এমন একটি গুরুত্বপুর্ণ ফরজ! যা পালন না করলে উম্মাহ হবে গুনাহগার, কাফেরদের হাতে লাঞ্চিত ও অপদস্থ! অতঃপর ইরাক ও সিরিয়ার মুসলিমগণ আর অহেতুক অপেক্ষা না করেই,
আহলে হাল্লি ওয়াল আকদের ভিত্তিতে খলিফা নিযুক্ত করে মুসলিম উম্মাহর জন্য খিলাফাহ ঘোষণা করেন। একে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেন সারা বিশ্বের তাওহীদবাদি মুসলিমগণ।

আহলে হাল্লি ওয়াল আকদ হচ্ছেন উম্মাহর সবচাইতে জ্ঞানী আলেমদের একটি দল। যারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনার মাধ্যমে নিজেরা নিজেরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করবেন, "কে হবে উম্মাহর খলিফাহ!"



ইরাক ও সিরিয়ায় সুবিশাল খিলাফাহর ভুমি (কালো অংশ পুরোটাই খিলাফাহর অধীন ভূমি)


খিলাফাহ ঘোষণার দিন, শুক্রবার পহেলা রমাদান ২০১৪। এবং খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ)র খুতবাহ প্রদান ও মুসল্লিদের সালাত আদায় করাচ্ছেন ইরাকের ঐতিহাসিক মসজিদ "আল নুরিতে"!





বাম পাশে শারিয়াহ শাসনের চিহ্ন "পর্দার সঠিক নিয়ম বিলবোর্ড", এর পাশে মুসলিম জনগণ, ডানদিকে আপনাদের প্রাণপ্রিয় মুজাহিদিন ভাইয়েরা।



হাস্যজ্জল মুজাহিদিনেরা সাথে রয়েছেন হিজরতকৃত বিদেশী মুজাহিদিন ভাইও, কি অবাক হচ্ছেন? দেখে মনে হচ্ছে? এরাই সেই ভয়ংকর আইএস জঙ্গি না, তারা কাফেরদের জন্য ভয়ংকর, মুসলিমদের জন্য আপন কলিজার টুকরো ভাই, তারা কুরআনের সেই আয়াতটি অনুসরণ করে- তারা হবে মুমিনদের প্রতি কোমল, কাফেরদের প্রতি কঠোর। মিডিয়া আপনাকে ভয় দেখাবেই যেন শয়তানদের পক্ষে অবস্থান করেন।

এবং দেশ বিদেশ জুড়ে লাখ লাখ মুসলিম এখানে হিজরত করেন।

এবং এরই মাথায় বহিরা বিশ্বের মুজাহিদিনেরা এই খিলাফাহকে বাইয়াহ (আনুগত্যের শপথ) প্রদান করেন ততকালীন সময় খিলাফাহ ইরাক ও সিরিয়ার বাহিরে অন্যান্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে উলাইয়াহ ঘোষণা করেন। সেই অঞ্চলের মুজাহিদিনেরা আবার সেই অঞ্চলের ত্বাগুত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আরও ভূমি বিজয় করেন, কিছু উদাহরণ-
ইয়েমেন অঞ্চল, লিবিয়ার অঞ্চল, ফিলিপাইন-ইন্দোনেশিয়ার অঞ্চল ইত্যাদি। এতে আতংকিত হয়ে পড়ে বিশ্বের কাফের মুশরিক কমিটি তথা জাতিসংঘ, যে আবার মুসলিমেরা অতীতের খুলাফায়ে রশিদা, উমাইয়া, আব্বাসী, উসমানি খিলাফাহর মত দুনিয়া ব্যপী কাফেরদের ওপর এই খিলাফাহ'র মাধ্যমে রাজত্ব না করে বসে। ফলে তারা আবার অতীতের মত দূর্বল অবস্থায় ফিরে যাবে, অতঃপর কাফেররা মুমিনদের এমন একের পর এক শহর-বন্দর বিজয় দেখে ক্রোধে ফাটতে থাকে!

এক পর্যায়ে ৮০টির অধিক কাফের রাষ্ট্রের নেতারা তাদের প্রধান নেতা আমেরিকাকে তারা অবগত করতে থাকে, "যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্রুসেডের সাথে লড়াইকারী সেই মুসলিমদের খিলাফাহ ফিরে এসেছে, কাফেদের সামনে কঠোর এক চেহারা ও আচরণ নিয়ে, একে শেষ না করলে মুসলিমেরা একত্রিত হয়ে আবার খুলাফায়ে রশিদা, আব্বাসী খিলাফত ও উসমানি অটোমান খিলাফতের মত গোটা দুনিয়া শাসন করবে, এবং ক্রুসেডের নাম নিশানা মুছে দিবে। ফলে মুসলিমদের যে আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছিলাম জাতীয়তাবাদী বর্ডার দিয়ে, সেই চক্রান্ত নষ্ট হয়ে যাবে। সব জাতীয়তার মুসলিম এক হয়ে এক খিলাফাহর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে! দ্রুত কিছু করুন।" এবং তারপরই ঘোষণা করা হয়,







আমেরিকান লেড কোয়ালিশন জোট তথা ক্রুসেডার জোট, যার মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছেই- খিলাফাহকে ধ্বংস করা।

ক্রুসেডার জোট, ৮০টির অধিক রাষ্ট্র মিলে একটি জোট গঠন হয়। নামকরণ করা হয় আমেরিকান লেড কোয়ালিশন। এর প্রধান ক্রুসেডারদের নেতা বারাক ওবামা ছিল।

অতঃপর তাদের লড়াই শুরু হয়ে যায়, ইসলামিক স্টেট খিলাফাহ'র প্রতি!
কিন্তু এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি, আইএস শুধু সিরিয়াতে সীমাবদ্ধ নয়। ১২-১৬ টি দেশসহ আরও বহুদেশে খিলাফাহর কাজ শুরু হয়ে গেছে! প্রতিদিন একের পর এক হামলা ও অঞ্চল বিজয়ের খবর শুনে বাংলার মুসলিম ও বিশ্বের মুসলিমেরা খুশি হয়ে একে একে সমর্থন করা শুরু করেন। এবং এক ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী কাফের ধারণা করেছিল, আইএস যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তারা দুই মাসের মাঝেই তুরস্ক বিজয় করে ফেলবে।

এবং ঠিক তখনই এই ক্রুসেডার জোট মুসলিম মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে গ্রাউন্ড ফোর্স, বিমান বাহিনী কতৃক বোমা বর্ষণের পাশাপাশি ড্রোন হামলাও শুরু করে। কিন্তু তারা যখন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে শুরু করে। তখন তাদের ক্রোধে মাথা নষ্ট হয়ে যায় এবং তখনই তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তারা মুজাহিদিনদের পাশাপাশি- নীরিহ বেসামরিক মুসলিমদের হত্যা বেশি করবে। তখনই তারা একের পর এক বোমা বর্ষণ করতে থাকে, মুসলিমদের ওপর তখনই ইরাকের মসুলে একটি বোমাবর্ষণে সেখানে অনেকেই শহীদ হন, শহীদ হওয়া মুসলিমদের ভেতর নারী ও শিশুর সংখ্যাই অধিক ছিল!



খ্রিস্টান, ইয়াহুদিদের পা চাটা মিডিয়া তাদের মনিব ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের কখনো এই চিত্রগুলো দেখিয়ে বলে না, সন্ত্রাসী জঙ্গি আমেরিকা-ইজরায়েল।



নিরীহ বেসামরিক মুসলিমদের ওপর বোমাবর্ষণ যেন কাফেরদের প্রতিদিনের সকালের নাস্তাতে পরিণত হয়েছে!

এবং সেখানকার স্থানীয় জনগণ খলিফা আবু বকর আল বাগদাদীর নিকট এই ব্যপারে বিচারপার্থী হওয়ার পুর্বেই তিনি বিচারকার্য আরম্ভ করে দেন, যেহেতু এই আঘাতের মাধ্যমে ব্যাথিত হয়েছে গোটা মুসলিম উম্মাহ এবং তিনি উক্ত হত্যাকান্ডে জড়িত অপরাধীদের শনাক্ত করেন, যে-কারা কারা উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত জড়িত, এবং শারিয়াহ বা কুরআন এর বিধান অনুযায়ী হত্যাকারীদের শাস্তি সুনিশ্চিত করেন। ইসলামে হত্যাকারী এবং হত্যাকান্ডে সহায়তাকারীদের শাস্তি হবে একটাই, কেসাস অথবা মৃত্যুদন্ড, অর্থাৎ হত্যাকারীকে ও তাতে সহায়তাকারীকে হত্যা করে তাদের পাওনা শাস্তি প্রদান করা হবে!

অতঃপর এই ইরাকের রাজধানী মসূল হত্যাকান্ডের বিচার অনুযায়ী শাস্তি দিতেই এই **হলি আর্টিজানে ডিনার করতে আসা ক্রুসেডার জোটে অংশগ্রহণ করা সেই রাষ্ট্রসমূহের- কাফের নাগরিকদের ওপর পালটা হত্যাকান্ড পরিচালনা করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! কেননা তারা মসুল হত্যাকান্ডে খুনির সহযোগীতাকারী হিসেবে জড়িত, তার প্রমাণ নিচে থাকবে ইনশাআল্লাহ!**
আর উক্ত হলি আর্টিজানে কোন মুসলিমের গায়ে আমাদের ভাইয়েরা একটি টোকাও দেননি। এবং তাদের এই মসুল হামলাই মুসলিমদের ওপর শেষ হামলা ছিল না, তাদের অপরাধ আরও বাড়তে থাকে। আর খিলাফাহর সমস্ত মুজাহিদিনেরা যতদিন দুনিয়াতে বিচরণ করবেন, আল্লাহর

ইচ্ছায়, একের পর এক তারা এই অপরাধের শাস্তি প্রদান করতেই থাকবেন।





পরিবার হারানো এক বেলজিয়ান মুজাহিদ ভাই বলেছিলেন,

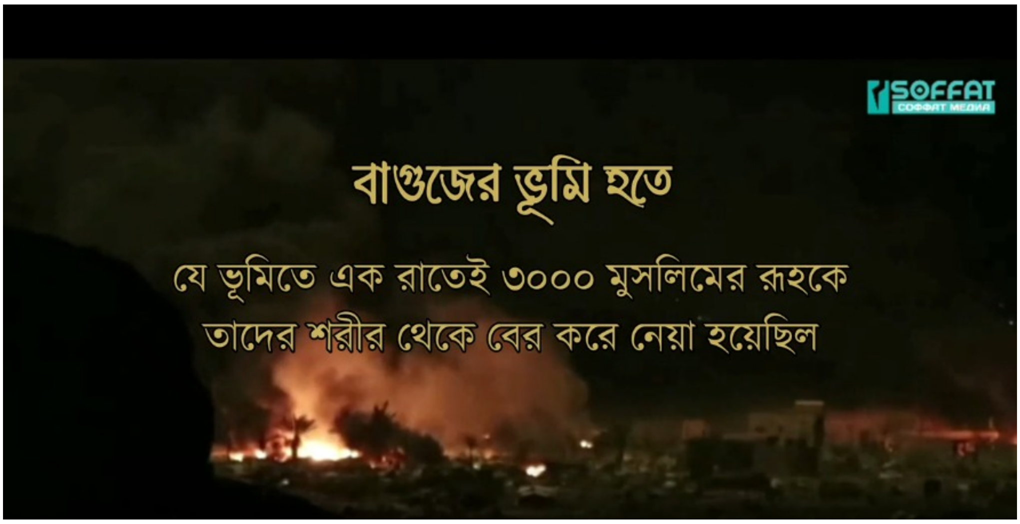
হে আমেরিকা,
তোমরা যেভাবে আমাদের স্ত্রীদের ছিনিয়ে নিয়েছো, আমরা সেভাবে তোমাদের স্ত্রীদের ছিনিয়ে নিব। (পবিত্র দাসী বিধানের মাধ্যমে)
তোমরা যেভাবে আমাদের সন্তানদের ইয়াতিম করেছো, আমরাও একইভাবে তোমাদের সন্তানদের ইয়াতিম করবো। আল্লাহর কসম, একই কষ্ট তোমাদেরকে দিব, যা তোমরা আমাদেরকে দিয়েছো।
(যার কষ্ট তুমি কখনোই সইতে পারবে না।)



অতঃপর সেই ৫ মুজাহিদিন ভাই যারা আমেরিকা ও গোটা বিশ্বের কাফেরদের হাতে মুসলিমদের অত্যাচারিত-নিপীড়িত হওয়ার বাস্তবচিত্র প্রত্যাক্ষ করেছিলেন, এবং মুসলিমদের অধিক সংখ্যার রাষ্ট্রগুলোতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চাকরদের কুরআনবিরোধী শাসন দেখে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহতে নিজের জান ও মাল ব্যায় করলেন। তারা আজ সফল যে তারা মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে, শহীদ হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, আর এদেশের মুসলিমেরা যদি ভুল বুঝে তাদের ব্রেইনওয়াশ বা সন্ত্রাসী বলে বা নীরিহ মানুষ হত্যাকারী জাহান্নামী বলে, তাদের কিছুই এতে যায় আসে না কেননা, তাদের ভাষ্যমতে- তারা যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবেন তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেই, তারা সফল।

গণহত্যার ইতিহাসে বড় একটি গণহত্যা

আমেরিকা লেড কোয়ালিশনের অনেকগুলো গণহত্যার মাঝে সবচাইতে বড় গণহত্যা হচ্ছে সিরিয়ার বাগুজের গণহত্যা, সেখানে এক রাতে তারা ফসফরাস বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। এর প্রমাণ চিত্র দেখে নিন,



৩. মুসলিম গণহত্যায় জড়িতদের তালিকা


আমাদের মুসলিম ভাই ও বোনদের খুনি বিমান বাহিনীর পাইলট।


বিমান হামলা করার পরের দৃশ্য, তাদের টার্গেটকৃত বোমা নিক্ষেপের পর মুসলিমদের অবস্থা!

কারা কারা কিভাবে যুদ্ধরত/ হত্যাকান্ডে জড়িত:

মূল হত্যাকারী হচ্ছে- বিমান চালক পাইলট! **কিন্তু হত্যাকান্ড ঘটাতে আদেশ কে দিল, পালন করলো কারা**? **এবং অস্ত্র বা বোমার খরচ যোগান কারা দিল কারা**? **এবং হত্যাকান্ডে পুরো সাহায্য-সমর্থন কারা করেছে**??

উত্তর-

১. হত্যা করার জন্য আদেশ দাতা - **উক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট**! সে মূল খুনি।
এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় জড়িত ছিল- **কুরুসেডার জোটের সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর নেতা-নেত্রীগণ ও তাদের অনুসারীরা**। আমরা দেখেছি,

যারা আইএস খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি জোট গঠন করে, যার মূল নেতৃত্বপ্রদানকারী হলো- বর্তমান কুরুসেডার আমেরিকা এবং তারা সবাই (৮০টির অধিক রাষ্ট্র) একে অপরকে আইএস ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিয়ে বিভিন্ন রকম সাহায্য, সহযোগিতা প্রদান করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ!

আর এই হত্যাকান্ডে রাষ্ট্রবের প্রেসিডেন্ট/ প্রাইম মিনিস্টার জড়িত মানে, **এর শুরু থেকে শেষ অব্দি তাদের সকলেই এর সাথে জড়িত!**

বলা বাহুল্য! নিশ্চয়ই, যে কোন ত্বাগূত রাষ্ট্রের পরিষদ সভায় কোন প্রকার আলোচনা-পরামর্শ ছাড়া, সামরিক বাহিনী দিয়ে কোথাও একটি হামলা করার কোন সিদ্ধান্তটুকুও নেয়া হয় না; এবং সেখানে, প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে হামলার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হওয়ার পর, তাদের পরিষদ বা পার্লামেন্টের সদস্যরা এতে বাধা না দিয়ে, তারা তাদের প্রেসিডেন্টকে পুর্ণ সমর্থন, আশ্বাস দিয়ে থাকে, হামলা করার জন্যে!
অর্থাৎ বোঝা গেল, **এই হত্যাকান্ডের সহায়তাকারী হিসেবে জোট, তাদের রাষ্ট্রের সকল নেতাগণ, ও হামলাকারী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও তার আইনসভার সকল মন্ত্রীগণ এখানে সুস্পষ্ট খুনি প্রমাণিত হয়েছেন!**

২. শারীরিক সাহায্য সহযোগিতাকারী হিসেবে- **উক্ত রাষ্ট্রগুলোর সামরিক ও প্রশাসনিক সমস্ত সদস্য হতে শুরু করে রাজনৈতিক দলসমূহও এই হত্যাকান্ডে জড়িত!**

তারা এই হত্যাকারী নেতাকে নিরাপত্তা প্রদান করছে, তার হয়ে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে ও দিচ্ছে! ইসলাম ও খিলাফাহর বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে ইসলামকে চিরতরে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায়-তারা রত এবং দিনশেষে তারা ওই রাষ্ট্রের জনগণ থেকে, এই কাজ বা পরিশ্রমের বিনিময়ে ট্যাক্সের মাধ্যমে বেতন নামক অর্থ নিচ্ছে!

বেতন দিচ্ছে কারা?? জনগণ, এই মুসলিম ভাই বোনদের হত্যাকান্ডে জড়িত খুনিদের বেতন দিয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল রাখতে মূল সহযোগিতা করছে **বেসামরিক কাফের জনগণ**।

হত্যাকান্ডে উক্ত খুনি পাইলটকে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হচ্ছে- **বিমানবাহিনী**। আর অন্যান্য ভাবে হত্যাকান্ড ঘটানোতে জড়িত রয়েছে **সেনাবাহিনী সহ সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী ইত্যাদি। এবং সশস্ত্র বাহিনী একে অপরের সহায়ক ও দলীয় সদস্য ভাই হিসেবে তারাও সকলে এই হত্যাকান্ডে জড়িত হবে। এটাও স্বাভাবিক!**

৩. **হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত বিমান ও বোমার খরচ কারা প্রদান করে**?? **কে বিমান বা বিমানে বহন করা বোমার খরচ যোগানদাতা**???

আমরা তো জেনেছি যে **খুনি পাইলট**কে প্রস্তুত করে বিমানবাহিনী। এবং বিমানবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় - প্রেসিডেন্ট ও উভয়ের বেতন প্রদান করে তথাকথিত **নিরীহ বেসামরিক কাফের জনগণ**। কিন্তু বোমা ও বিমান ক্রয়/তৈরি করার খরচ কোথা হতে আসে???

উত্তর হচ্ছে, সেটিও আসে, সেই **নিরীহ বেসামরিক কাফের জনগণের প্রদান করা ট্যাক্স হতে**! তা হোক বাধ্যতামূলক ট্যাক্স এর মাধ্যমে বা ডোনেশনের মাধ্যমে। এবং এভাবেই তারা সকলে এই সমস্ত হত্যাকান্ডে জড়িত!

এখন অনেকেই প্রশ্ন করবেন, ""প্রিয় ভাই- ডোনেশনে অর্থ প্রদান করে মানুষ সেচ্ছায় বা নিজ ইচ্ছায়। আর ট্যাক্স প্রদান করে বাধ্য হয়ে। দুইটা দুইরকম।

সেচ্ছায় এসব বোমা মেরে মুসলিম মারার কথা জেনে শুনে ক-জনই ডলার বা অর্থ দেয়??

আর ট্যাক্স হচ্ছে, বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলকভাবে না দেয়া ছাড়া কি কোন উপায় আছে??""

ভাইদের মনে আসা, এমন প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইট এডমিনের উত্তর হচ্ছে-

প্রিয় ভাইয়েরা, দেখুন। প্রথমত, একটি দেশে যখন প্রেসিডেন্ট বা প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সেটা নিউজ মিডিয়া-পত্রিকাতে সারাদিন দেখাতে থাকে, এবং সকল জনগণের চোখের সামনেই সেই খবরটি পড়ে যায় এবং নানানভাবে তাদের কাছে পৌছে যায়! এবং তারা কোথাও অভিযান-হামলা পরিচালনা করলে, সেটিও দেখানো হয় সমস্ত মিডিয়ায়।

বারাক ওবামা ইরাকের মসূল শহরে বিমান হামলা করেছে, মারা গেছে নিরীহ হাজার হাজার মুসলিম,
এটাও আমেরিকান টিভি চ্যানেলসহ বহু দেশের মিডিয়াতেও দেখানো হয়েছে,

(যদিও তাদের গা বাচানোর জন্য ও জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য, তাদের মিথ্যা বক্তব্য হচ্ছে- তাদের সন্ত্রাসী হামলাটি **নিশানা ভুল বা ভুল লক্ষ্য** হিসেবে নিক্ষেপ হয়েছে, আর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে নিজ ভাই বোনদের জন্য তাদের ওপর আমাদের প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়টি তারা "সন্ত্রাসী হামলা" হিসেবে দেখায়। তাছাড়া তাদের পাইলটেরা কি এতই অদক্ষ? একটু মাথা খাটালেই সব বোঝা সম্ভব। এবং মূল আলোচনায় আসি)

আমেরিকার এই বিমান হামলাতে কাদের টার্গেট করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, জনগণ সেটা বুঝতেও পেরেছে। এবং সব জনগণই এটা জানছে যে আমেরিকা-রাশিয়াসহ কুরুসেডার জোটের বিমান হামলার মূল টার্গেট হচ্ছে- ইরাক ও সিরিয়া, ইয়েমেন সহ মোট ৭টি দেশের নীরিহ মুসলিমেরা, এখন তো আরও বেশি। মুসলিম যেখানে অত্যাচার সেখানেই!

কিন্তু এর সবই জানা সত্ত্বেও, কাফের জনগণদের মধ্যে কেউই খুনি প্রেসিডেন্টের এই বিষয়ে একটু মানববন্ধনও করছে না আর বলছে না। যে "Hey America and thier ally, Stop Killing Innocent Muslim by Bombing in thier land",

বরঞ্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানকার কাফের জনগণ বিভিন্ন জিহাদ-মুসলিম বিরোধী র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে তাদের ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত রাজপথ কাপাচ্ছে।

এবং বিভিন্ন আমেরিকান ফোর্স কেন্দ্রিক ডোনেশন প্রোগ্রামে গিয়ে তারা স্বেচ্ছায় "মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ বসত" তাদের সমস্ত অর্থসমূহ

নির্ধিদায় ডোনেট করছে, আমেরিকা সহ গোটা ক্রুসেড জোটকে শক্তিশালী করছে এবং তাদের মুসলিম ও মুজাহিদ বিরোধী মানববন্ধনের স্লোগান হচ্ছে, "Say No To Terrorism, Jihadist, Defeat/ Fight Terrorism"

অর্থাৎ এই কাফের জনগণই জিহাদ এর মত পবিত্র ইবাদাত কে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা দিয়ে এর বিরোধিতা করছে, আল্লাহর শারিয়াহকে বর্বর আইন এবং পবিত্র দাসী বিধানকে যৌনদাসী বলে, কুরআনকে পুড়িয়ে দিয়ে ও রাসূলকে (সা) অপমানের মত জঘন্ন অপরাধ করে; তারা নিজ রাষ্ট্রকে মুসলিম খুন করতে সমর্থন করছে, অনুপ্রাণিত করছে, **মুসলিমদের খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তাদের নারী শিশুদের হত্যা করতে! এর পতন ঘটিয়ে শিরকী গণতন্ত্র চালু করতে! এবং সহজ ভাষায়, একটানা মুসলিমদের ওপর অত্যাচার ও গণহত্যা চালিয়ে যেতে!!**

তাহলে বোঝা গেল, এরা সবাই খিলাফাহর বিরুদ্ধে ও মুসলিম হত্যাকান্ডে **কোন না কোনভাবে জড়িত!**

আর ট্যাক্সের ব্যাপারে বলবো, তাদের জনগণ এটি জানে যে, তাদের দেয়া ট্যাক্সকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্রের প্রসূত নীতিমালা হচ্ছে- এই ট্যাক্স রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাতের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ও মোকাবেলায় ব্যবহৃত হবে।

আপনারা জানেন, তারা (কাফের মুরতাদেরা) **সন্ত্রাসবাদ** দমন বলতে ঠিক এই বিষয়টিই বুঝিয়ে থাকে, মুজাহিদিনদের এবং তাদের ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেটিকেই, এবং পাশাপাশি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের হাতে নীরিহ মুসলিম বোমা বর্ষণ করে হত্যা করার মতই শাম ও ইরাক সহ বিভিন্ন ভূমিতে আমেরিকার মুসলিম গণহত্যা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যকেও বোঝানো হয়ে থাকে।

আর আমেরিকার কাফের জনগণ বা লেড কেয়ালিশনের সমস্ত রাষ্ট্রের কাফের জনগণই বিনা আপোষে খুশি মনে, তাদের ট্যাক্স প্রদান করেন প্রতিবাদ ছাড়াই, আর প্রতিবাদের পরিবর্তে উল্টা বেশি বেশি অর্থ ডোনেট ও মুসলিমবিরোধী মানববন্ধন তারা করে বেড়ান। শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়ান। নিজেদের মিথ্যা মসীহ দাজ্জালের জন্য অপেক্ষায় থাকে।

আর আপনারা হয়তোবা এটাও জানেন, সকল বাহিনী থেকে শুরু করে বিমান বাহিনীর সদস্য সংগ্রহ সাধারণ জনগণ হতেই বাছাই করা হয়। অর্থাৎ তারা সেচ্ছায় তাদের এই মুসলিম খুনি রাষ্ট্রকে সেবা দিতে আগ্রহী হয়ে থাকে, এবং এর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও তারা আগ্রহী।"

আল্লাহু আকবর, এভাবেই এই জোটের সমস্ত দেশগুলোর প্রেসিডেন্ট হতে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনী এবং সমস্ত কাফের নাগরিক! আপনাদের খিলাফাহ'র ভূমিতে আপনাদেরই নীরিহ মুসলিম ভাই ও বোনকে হত্যা করার সাথে জড়িত!!

এবং সবাই তাদের খুনি হিসেবে স্বয়ং আল্লাহর কাছে অপরাধী!



বিমান হামলার আগে।



বিমান হামলার পরে।

শারিয়াহ অনুযায়ী ক্রুসেডার জোট ও কাফের নাগরিকদের শাস্তি ও তার দলিলসমূহ

আল্লাহ বলেছেন, '**এ কারণেই আমি বানী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় (কেসাস) ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার (এর অপরাধ) ব্যতীত, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করল, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করল; আর তাদের (বানী ইসরাঈলের) কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমা লংঘনকারী হয়ে গেছে।' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩২)**

(এই আয়াতটিকে সংক্ষেপ ও অপব্যখা করার মাধ্যমে "মুজাহিদদের নিরীহ কাফেদের খুনি" বলে- মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করতে থাকে তাগূত হাসিনার ভাড়াটে দরবারি আলেমরা!)

আমরাও একই আয়াত তাদের উদ্দেশ্যে পেশ করে বলছি- **যখন তোমাদের মনিব ক্রুসেডার জোট নীরিহ মুসলিমদের ওপর বোমা বর্ষন করে, তখন তোমরা তাদের এই কুকর্ম ও উক্ত কুর'আনের আয়াত কেন মুসলিম উম্মাহর কাছে পেশ করছো না**?? হে প্রতারকের দল!

হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে- '**আল্লাহ দুনিয়া ধ্বংস হওয়া সয়ে যাবেন, তবে একজন নিরপরাধ মুসলমান হত্যা সহ্য করবেন না**'
(তিরমিজি, হাদিস : ১৩৯৫)
এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি,
নিশ্চয়ই, একজন নিরপরাধ মুসলিমের রক্তের মূল্য গোটা দুনিয়ার চাইতেও অধিক মুল্যবান!

ক্রুসেডার জোটের সমস্ত কাফের নাগরিকদের অর্থায়ন, সমর্থন ও শারিরিক সাহায্য (বাহিনীতে যোগদান ইত্যাদি) সহযোগিতা করার কারণে তারাও এই হত্যাকান্ডে জড়িত হবার দলিল-

রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কোনো মানুষ যদি আরেকজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যায় মুখের একটি কথা দিয়েও সাহায্য করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার কপালে লেখা থাকবে এই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুম'- (আকদিয়াতুর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

শারিয়াহতে হত্যাকারী কাফের সম্প্রদায়ের শাস্তি,

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেন, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তার উত্তম শাস্তির দৃষ্টান্ত হলো হত্যাকারীকে হত্যা করা অথবা কতল করা' (মুত্তাফিকুন আলাইহি)।

তাই তো, দাওলাতুল খিলাফাহ এই হত্যাকান্ডে জড়িত সকলকে যেখানেই পান, হত্যা করে থাকেন।

কাফেদেরদের অপরাধের প্রতিকার নিয়ে আল-কুরআনের আরেকটি পন্থার নাম 'কিসাস'।

মূলত: মৃত্যুর বিনিময়ে মৃত্যু, কিংবা কোন ধরণের জখমের বিনিময়ে অনুরুপ জখমের পরিভাষা হলো 'কিসাস' বা 'অনুরুপ প্রতিশোধ।

কিসাস এর বিধান সম্পর্কে আয়াত,

হে মুমিনগণ, যাদের (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (এর বিধান) ফরজ করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)

(সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৮)

আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্‌ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম।

(সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৪৫)

কিসাসের হুকুম (প্রাণের বদলে প্রাণ) কেন?

কিসাসের মাধ্যমে নিরীহ নিস্পাপ প্রাণগুলো নিরাপদ, সংরক্ষণ ও হিফাযতে থাকে। আর সেটাই স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুটিত হয় হত্যাকারীর ওপর কিসাস প্রয়োগের মাধ্যমে। অন্যায় ভাবে খুন করলে, খুনের বদলে খুন করার বিধানই দিয়েছেন আল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিসাসকে ব্যক্তি ও সমাজের জীবন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা ভয় কর (সূরা বাকারা, ১৭৯ আয়াত)

আরও কিছু মুল্যবান আয়াত,
যদি তোমরা শাস্তি প্রদান করো, তবে ঐ পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। (সূরা আন-নাহল, আয়াত নং ১২৬)

যারা তোমাদের ওপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের ওপর জবরদস্তি করো, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের ওপর।
(সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৯৪)

এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অন্যায়ের প্রতিবিধান হল অনুরূপ অন্যায়। অতঃপর যে ক্ষমা করে এবং সমঝোতা করে, তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর যিম্মায়।

সীমাঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

(সূরা আশ-শূরা, আয়াত নং ৩৯ ও ৪০)

এবং দাওলাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত বইসমূহ,

জানুন, ৯-১১ হামলার ঘটনা ও শরীঈ বৈধতা

আমেরিকার প্রতি বিন লাদেন (রহ)র চিঠি -
https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i7KieXqkoZJWp54IOuUMFd5

কাফিরদের রক্ত আপনার জন্য হালাল, সুতরাং তা প্রবাহিত করুন -
https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i3mMpjtrtKHznXQoliZolgs

ইসলাম শান্তির ধর্ম! - https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i7CBEUWzeDjLCCLcGnS8YUv

এবং যদি কোন মুসলিম উক্ত প্রতিশোধের ঘটনায় হতাহত হন, তাদের ব্যাপারে **...ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) এর ফতোয়া-**

এই কাফের তাগুত এবং মুরতাদদের মধ্যে যদি মুসলিম বা ইমানদারও থাকে, যাকে মুরতাদ তাগুতদের থেকে আলাদা করা সম্ভব হচ্ছে না তাকেও হত্যা করা জায়েয হয়ে যায়..."

পরিপূর্ণ দলিল সহকারে প্রকাশিত দাওলাহ'র আরেকটি পিডিএফ বই-

অনাকাঙ্খিত হত্যাকান্ড - https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i2CeRwybjmZmDUFSGiEezzF

অর্থাৎ কিছু সুযোগ জীবনে একবারই আসে, ধরুন, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত তাকে হত্যার জন্য মুজাহিদিনদের প্রেরণ করা হয়েছে। এখন তিনি যেখানে রয়েছেন, সেখানে একজন মুসলিমও রয়েছেন। এখন উক্ত মুজাহিদিন যদি তখনই ফায়ার না করেন, তাহলে সেই রাষ্ট্রদূতের পালিয়ে যাবার আশংকা রয়েছে, ফলে অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে ফায়ার করাই শ্রেয়, যদিও সেখানে কোন মুসলিম থেকে থাকেন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, মুসলিমের গায়ে যেন না লাগে। মূল লক্ষ্যবস্তু, কাফেরই হতে হবে। এবং অনেক অভিযানে মুসলিমগণকে চেনা সম্ভব হয় না। পোশাক ও বেশভূষার কারণে। তখন না চেনার কারণেও কাফের মনে করে আঘাত হানা জায়েজ। এবং কিছুক্ষেত্রে মুসলিমকে চেনা সম্ভব হলে, তাকে সড়ে যেতে বলা হবে। যদি সে তা করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকেও টার্গেট করা জায়েজ কেননা সে একটি অভিযানে বাধা প্রদান করছে! সুন্দর একটি উদাহরণ হচ্ছে, হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট, সেখানে মুসলিমদের গায়ে একটি টোকাও দেয়া হয়নি। তাছাড়া ভারতের মুম্বাই হোটেল তাজের ঘটনা আপনারা জানেন, মুজাহিদিনেরা একটি ট্যাক্সিতে বোমা ফিট করার সময় যখন জানতে পারেন, ট্যাক্সি চালক একজন মুসলিম, তারা তখন সেই বোমাটি আবার তাদের ব্যাগে ভরে ফেলেন। এভাবেই মুমিনেরা একে অপরের বন্ধু, কিন্তু যদি অনাকাঙ্খিতভাবে কাফেদের হত্যা করতে গিয়ে মুমিনেরা হতাহত হন বা মারা যান। সেই ক্ষেত্রে, তারা আখিরাতের জীবনে শহীদ হিসেবে গণ্য হবেন যদি তারা ঈমানদার মুসলিম হয়ে থাকেন। ইনশাআল্লাহ

এবং আমাদের কাছে এখন প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্ট! যদি হিন্দের ও বাংলার মুশরিকীনেরা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা, অত্যাচার ও হয়রানি করে। তাহলে একইভাবে এদের ওপর মুজাহিদিনেরাও প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।
যদি তারা আমাদের মা বোনদের ইজ্জত আব্রুকে তাদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়, বা তাদের সম্মান নষ্ট করে মুজাহিদিনেরাও প্রতিশোধ হিসেবে তাদের মুশরিক নারীদের হত্যা করবে, একই কষ্ট তাদের দেয়ার জন্য!
এবং হত্যা না করে, যুদ্ধবন্দিনী বা পবিত্র দাসী বিধান অনুযায়ী দাসী হিসেবে মুসলিমেরা গ্রহণ করবেন। বিষনিল্লাহ

আজ সারা বিশ্বে মুজাহিদিনেরা কাফেরদের প্রতিটি মুসলিম হত্যাকান্ডের পালটা জবাব দিচ্ছেন, তাদের জনগণের ওপর সংঘটিত হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। যেমন ফ্রান্সে রাসুলুল্লাহ (সা)কে নিয়ে চার্লি হেবডোতে ব্যঙ্গ করার সময়ে সেখানে অবস্থিত কাফের গণহত্যা অভিযানে প্রায় ৩০০র অধিক কাফের হতাহয় হয়, রাশিয়াতে মস্কো কন্সার্ট হলে কাফেরদের ওপর হামলাতেও প্রায় ৩০০ হতাহত হয়। ইজরায়েলে নানান হামলায়, ও বাহিরেও নানানভাবে ইহুদিদের হত্যা করা হয়। আরও অনেক অভিযানই সংঘটত হয়েছে! এবং তা রবের ইচ্ছায় চলমান থাকবে। ইনশাআল্লাহ

নিশ্চয়ই মুমিনদের রক্তের মূল্য, তাদেরকে পরিশোধ করতেই হবে।





কুফফারদের প্রতি কেসাস মূলক হুমকি!

৪. হলি আর্টিজানে পরিচালিত অভিযান সম্পর্কে সম্পুর্ণ সত্য ঘটনা।

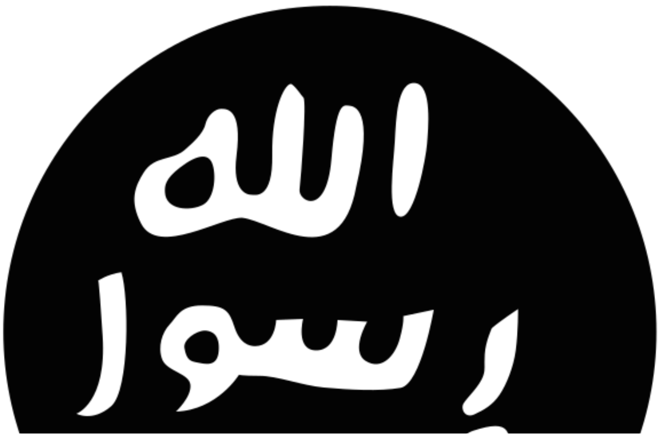


বাকি অংশ পড়তে "পড়ুন - পর্ব ২" তে ক্লিক করুন।

পড়ুন - পর্ব ২

Songshoy Niroson
"সংশয় নিরসন"

 সত্যের বার্তা পৌছে দেয়ার একটি প্রয়াস ☝



محمد



Songshoy Niroson
"সংশয় নিরসন"

▯ সত্যের বার্তা পৌছে দেয়ার একটি প্রয়াস ☝

হলি আর্টিজান হামলার কারণ, সত্য ঘটনা | পর্ব ২ (শেষ পর্ব)



যারা পর্ব ১ পড়েন নি, পড়ে নিন। "পড়ুন - পর্ব ১" এ ক্লিক করুন।

পড়ুন - পর্ব ১

৪. হলি আর্টিজানে পরিচালিত অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।





সিরিয়াতে আপনার এক মুজাহিদিন ভাই দ্বীনের বিজয়ে উল্লাস করছেন।

২০১৫ সাল, সারা বিশ্বের খিলাফাহ'র সিংহদের গর্জনে নড়ে বড়ে উঠছিল, কাফেরদের রাষ্ট্র, ক্ষমতার উচু সিংহাসন ও তাদের মিডিয়াসমূহ!

৫ ভাই ছিল একেকজন একেক স্থানে, আল্লাহ তাদের একত্রিত করলেন দ্বীন ইসলামের জন্য। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য! পুরনো জিহাদি সংগঠন - জামা'তুল মুজাহিদিন (যেএমবি) হতে আগত বহু ভাই মিলে খিলাফাহকে বায়াহ প্রদান করলেন।



যেএমবি থেকে বেরিয়ে সাবেক মুজাহিদিনেরা খিলাফাহকে বায়াহ প্রদান করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

অতঃপর আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'লা খিলাফাহর মাধ্যমে সাহায্য করলেন বাংলা মুজাহিদিনদের মাথা তুলে দাড়ানোর। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সু-স্পষ্ট বিজয়ের ওয়াদা! তারই জমিনে শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করা ও জামা'আহ-বদ্ধ হওয়া।

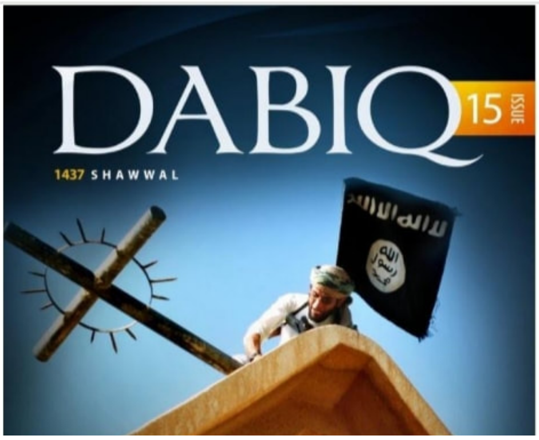
দেশের বিভিন্ন জেলা হতে মুজাহিদ সংগ্রহের কাজ, হিজরত এবং দ্বীনি শিক্ষা ও শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, সমর শক্তি বৃদ্ধিতে মুজাহিদিনেরা মনোযোগী বেশ হলেন। একের পর এক অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালনা করলেন।

কখনো নাস্তিক-সমকামী, কখনো শাতিমে রাসুল [রাসুল (সা) এর কটুক্তিকারী] ব্লগার, কখনো ইস্কনের পুরোহিত বা হিন্দু মুশরিক, কখনো মুরতাদ কাদিয়ানি ইমাম, কখনো শিয়া রাফিদি মুরতাদ বা তাদের ইমাম, কখনো খ্রিষ্টান মিশনারী, এবং কখনোইবা বিভিন্ন ক্রুসেডার জোট রাষ্ট্রের খুব মূল্যবান নাগরিক, যারা মেধা ও অর্থের দিক দিয়ে তাদের রাষ্ট্রের জন্য বেশ উপকারী। ইত্যাদি নানান টার্গেটসমূহ!

এবং মুরতাদ পুলিশ ও সামরিক বাহিনী তো টার্গেটে আছেই!

অনেকগুলো বরকতময় অভিযান আল্লাহর অনুগ্রহে পরিচালনা করা হয়, সবই ছিল দ্বীন ইসলামের জন্য তাদের খিদমত!

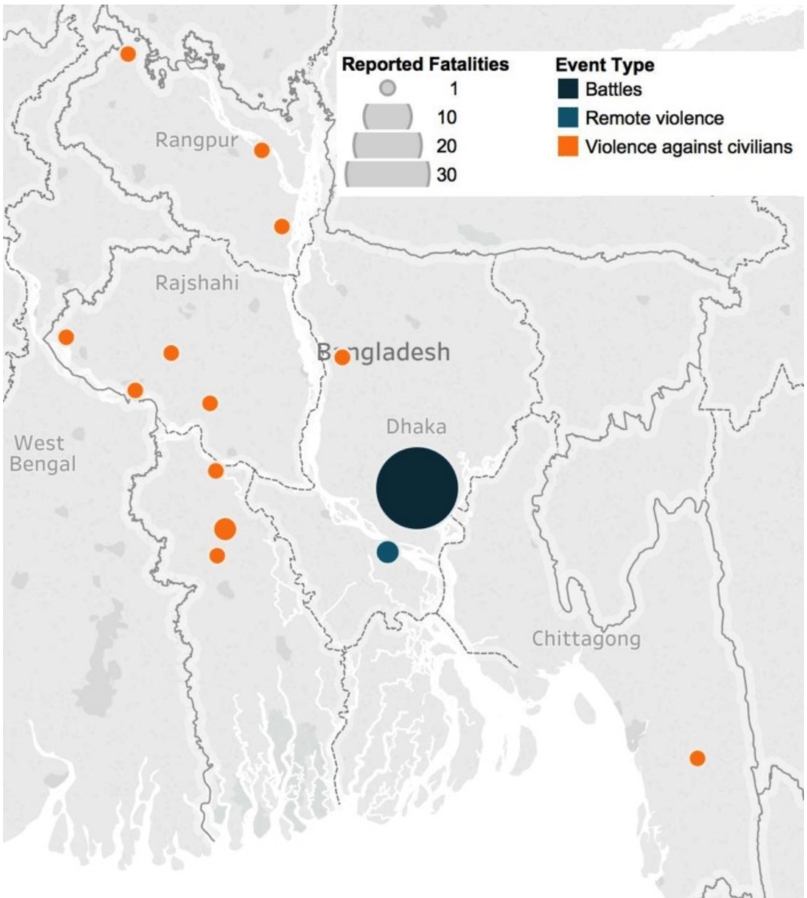
সাধারণ মুসলিম জনতাও অবাক যে আইএস হতে দায় স্বীকার করা হচ্ছে, মানে অন্য দেশের পাশাপাশি আইএস এই দেশেও কাজ শুরু করে দিয়েছে, শিগ্রহী এদেশ দখল করে শারিয়াহ শাসন চালু করবে ইরাক সিরিয়ার মতন।
এবং বাংলাদেশের প্রশাসনেরও আতঙ্কে ঘাম ছুটতে থাকে, কিন্তু কুল কিনারা খুজে পায় না তারা।



আইএস এর মুখপত্র দাবিক

বাংলাদেশে এ বছরের ২৮ এপ্রিল থেকে জুলাই এই তিন মাসে মোট ২৭টি হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়েছে ইসলামিক স্টেট (আইএস)। সংগঠনটির মুখপত্র 'দাবিক'-এর গত রবিবার প্রকাশিত সর্বশেষ সংখ্যায় এ দাবি করা হয়েছে। এতে গুলশান হামলাসহ ঢাকার বাইরের আরও ৫টি হত্যাকাণ্ডে আইএস সম্পৃক্ত ছিল বলে দাবি করে এগুলোর কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পত্রিকাটির ১৫তম সংখ্যার ৪২ পাতায় বাংলাদেশ অংশে এর উল্লেখ আছে।

শুধুই কি ২৭টি কাফের মুরতাদ হত্যাকান্ড? হলি আর্টিজানেই তো ২০ জন ছিল। আরও আছে, এবং ভবিষ্যতে হবে ইনশাআল্লাহ!



বাংলাদেশের কিছু অপারেশন। কাফেরদের মিডিয়া থেকে সংগৃহিত। মুরতাদ, কাফের ও দ্বীনের দুশমনদের তারা সিভিলিয়ান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এবং ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা একজন ভাই, শিক্ষা সৌন্দর্য সবই ছিল তার, নর্থসাউথের সাবেক শিক্ষার্থী, বাকি পড়াশোনা মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ করার পথেই ছিলেন। তার কাছে পচাঁ দুনিয়া, নষ্ট নারী সবই ছিল, কিন্তু তাতে হাত দিয়ে- তিনি রবের অবাধ্য হয়ে নিজের হাতটিকে নোংরা করেননি। তার বাবা ছিল একজন শিল্পপতি, ছেলেকে বলেছিলেন, "বাবা, পড়াশোনা যেহেতু শেষ করে ফেলেছো- বিয়ে করে ফেলো, আমার অনেকগুলো গার্মেন্টিসের মাঝে একটি গার্মেন্টসের মালিকানা তোমাকে দিয়ে দিব। তুমি স্যাটেল হয়ে যাও!"

কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন, জান্নাতের দিকে নিজের হাতকে বাড়ান। অনেক মাস আগে থেকেই তিনি হেদায়াত পান, এবং তখন থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুজাহিদিন ভাইদের অনুসন্ধান করতে থাকেন।



সেই নিবরাস ভাই যার কথা আমরা বলছিলাম, বাংলার জিহাদের পটভূমিতে পা রাখা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র!

তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুগত একজন মুজাহিদ ছিলেন, এবং ছিলেন তার সাথী "রোহান ইমতিয়াজ" ভাইও!
তিনি নর্থসাউথ পড়ুয়া ছাত্র ছিলেন, তার বাবা হলেন মুরতাদ আওয়ামী লীগের কোন এক প্রভাবশালী নেতা। কিন্তু তার বাবার মত কাফিরদের শিবিরে যোগদান করেননি, করেছেন ঈমানদারদের শিবিরে। আলহামদুলিল্লাহ!



রোহান ভাই ও তার মুরতাদ বাবা। যে কিনা মুশরিক নারী তারিশি জেইনের পরিবারের কাছে ক্ষমতা রক্ষার্থে ছেলের হয়ে ক্ষমা চায়। তারুশিকে মারার কারণও নিচে ব্যখা করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

সাথে আরও ৩ ভাই ছিলেন, এবং তাদের মাঝে একজন ভাই হচ্ছেন উক্ত অভিযানের আমির। তার নাম ছিল- মীর সামীহ মুবাশশের ভাই, তিনি ইতিপুর্বে ইস্কন পুরোহিত এবং খ্রিষ্টান মিশনারী সহ কিছু অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তার অভিজ্ঞতা ছিল ব্যপক, তিনি কাফেরদের প্রতি প্রচন্ড কঠোর ছিলেন এবং হামলার শেষ অব্দি ক্ষিপ্রতা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তার ভূমিকাও ছিল উত্তম। মাশা'আল্লাহ!



সাথে আরও ৩ ভাই ছিলেন, এবং তাদের মাঝে একজন ভাই হচ্ছেন উক্ত অভিযানের আমির। তার নাম ছিল- মীর সামীহ মুবাশশের ভাই,তিনি ইতিপুর্বে ইস্কন পুরোহিত এবং খ্রিষ্টান মিশনারী সহ কিছু অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তার অভিজ্ঞতা ছিল ব্যপক, তিনি কাফেরদের প্রতি প্রচন্ড কঠোর ছিলেন এবং হামলার শেষ অব্দি ক্ষিপ্রতা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তার ভূমিকাও ছিল উত্তম। মাশা'আল্লাহ।

বাংলার ভূমিতে খিলাফাহ'র সৈনিকেরা একের পর এক বরকতময় অভিযান সম্পন্ন করার সময়, এই ৫ মুজাহিদিন ভাই ততদিনে হিজরত করে,

আল্লাহর রাহে.. নিজ পরিবার ও সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে খিলাফাহ'র ভাইদের কাছে চলে আসেন। তখন তারা সেখানে প্রতিদিন জিহাদের জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন, এবং অধিক মাত্রায় ইবাদাত চালিয়ে যেতেন। যেমনটা হতো, মুজাহিদিন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে। টানা মাসের পর মাস তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। (ত্বাগুত মিডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী) তাদেরকে একে-২২ রাইফেল নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ সীমান্তবর্তী এলাকার চরগুলোতে দেয়া হয় এবং গ্রেনেডের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে, আর প্রশিক্ষণ দেন, রাজিব গান্ধী ভাই ও মেজর জাহিদ ভাই, যিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আনুগত্যশীল মেজরদের একজন ছিলেন।

কিন্তু ভাই জাহিদ যখন তার সরকারের অপরাধগুলো যখন কুরআন দিয়ে বিচার করে দেখলেন, যে তারা শারিয়াহ শাসন না করে আল্লাহর সাথে কুফুরি করে যুদ্ধরত, এবং ভারতীয় হিন্দু মুশরিকদের পা চাটা গোলামী করছে! এবং তারা স্বয়ং মুশরিকদেরই সৃষ্টি।

তখনই তিনি তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসলেন, যেন তার স্থান এদের মত চির জাহান্নামে না হয় এবং শারিয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠায় দাওলাতুল ইসলাম/ আইএস খিলাফাহর সাথে এক হন। এবং তিনি তার সম্পদের ৮০%ই আল্লাহর পথে ব্যায় করে দেন।

ত্বাগুতের ভাষায়- মেজর থেকে জঙ্গি।
আল্লাহর তা'লার ভাষায়- মুরতাদ সেনা থেকে মুজাহিদ।



হলি আর্টিজানে ভাইদের ব্যবহৃত একে-২২ রাইফেল।

অনেকগুলো Ak-22 রাইফেল ভারতীয় বর্ডার হতে এদেশে মুজাহিদিন ভাইয়েরা আনেন, এর ভেতর ৫টি রাইফেল এই অভিযানে ব্যবহার করা হয়।

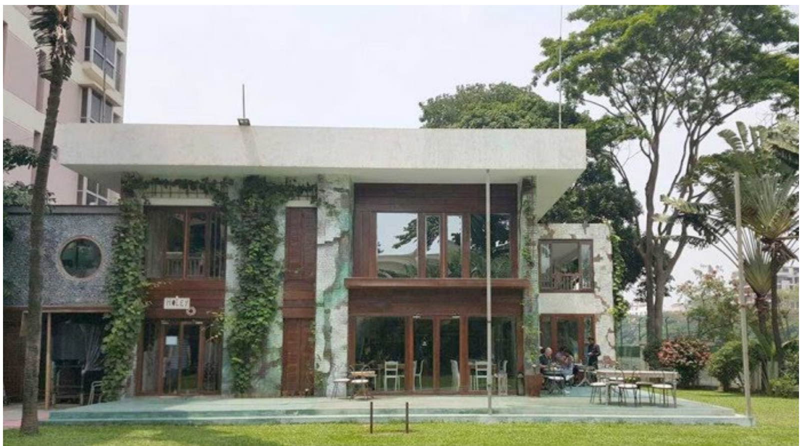
এর বাজার মূল্য এখন সাড়ে ৬ লাখ টাকা, এবং নাইন এমএম ৫ টি পিস্তলের মুল্য তো আছেই, আবার অনেকগুলো ম্যাগাজিন, সাথে বুলেটসমূহ। যেন ভাইদের এতে সারারাত গোলাগুলির সামর্থ্য থাকে, সব মিলিয়ে অনেক অর্থই খরচ হয়েছে। এবং এই অর্থ খিলাফাহর পক্ষ হতে বহনের উদ্দেশ্যে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো হয়। কিন্তু কোন না কোন ভাবে ত্বাগুত বাহিনীর চোখে তা ধরা পড়ে, এরা উক্ত ঠিকানাতে গিয়ে অর্থ সব হাতিয়ে নিলেও, ভাইদের বন্দি করতে পারেনি। অতঃপর ভাইয়েরা নিজ অর্থে এর খরচ যোগান। কথিত আছে, এক ভাই নিজের প্রাইভেট কার বিক্রয় করে দেন। ইত্যাদি এমন অনেক কথাই ত্বাগুত মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়। এবং এই বরকতময় অভিযানের পর। দুটি ভবন রেইড দিয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা উদ্ধার করে এই মুরতাদ পুলিশ, দাবী করা হয়: টাকাগুলো বেঙ্গলের বাইতুল মালের অংশ ছিল। সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি, বাংলার ভূমিতে জিহাদ করার জন্য খিলাফাহ'র মুসলিমগণ বাংলার মুসলিমদের অনেক অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

এবং অস্ত্রের ঘটনাতে আসা যাক, অস্ত্র বর্ডার হতে আনা নেয়ার কারণে ভারতীয় মুশরিক সরকার এদেশীয় হাসিনা সরকারকে অবগত করে। যে- "শিগ্রহী, বড় একটি হামলা জঙ্গিরা করবে"। এবং সারাদেশে এই নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা ও 'র' এর লোকেদের তোলপাড় শুরু হয়ে যায় এবং রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায় চিন্তা ও ভয়ে! যে কারা এই হামলা চালাতে পারে!

অতঃপর সেই ভাইদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলো, তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত হলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র জন্য!

এক মুজাহিদ ভাই হতে শোনা গেছে, তাদেরকে এমন ভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, **যদি তারা কোন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে অপারেশনের সময় সামনে পেত, তাহলে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো।** এতটাই ছিল তাদের সাহসিকতা ও যুদ্ধ করার দূর্ধষ মনোবল।

২০১৬ সাল, প্রশিক্ষণ শেষে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সমগ্র স্থান ঘুরে ঘুরে দেখা হয়, কোথায় মূলত ক্রুসেডারদের আনাগোনা বেশি, দিনশেষে দৃষ্টি পড়লো গুলশান ২ এর ৮৩/৮৪ রোডের মাঝখানে লেকভিউ ক্লিনিকের পাশে অবস্থিত হলি আর্টিজান ব্যাকারীতে!



এই সেই হলি আর্টিজান বেকারি বা রেস্টুরেন্ট।

সেখানে ঘুরতে আসেন ভাইয়েরা, রেকি করেন এই স্থানটি। খেয়াল করেন, এখানে ক্রুসেড জোটের খুনি নাগরিকদের আনাগোনা বেশ ভালো।

এবং তারা এখানে রাতভর মদ্যপান আর অশ্লীলতা, নোংরামি করে সারারাত অতিবাহিত করে। তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এখানেই সেই মসুল হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। এবং অপারেটিভ মুজাহিদ হিসেবে ৫ জনকে যখন বাছাই করা হয়। তখন এতে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই লাফিয়ে আল্লাহু আকবর বলে তাকবীর তোলেন, ইনগিমাসী যোদ্ধা হওয়ার খুশিতে!

ইনগিমাসী কি? ইনগিমাসী বলতে বোঝানো হয়েছে, মরার আগ অব্দি একটানা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াতে, যারা অঙ্গিকারবদ্ধ মুজাহিদিন। তাদেরকেই ইনগিমাসী বলা হয়ে থাকে। আর এই অভিযানে ভাইয়েরা মুরতাদ পুলিশ, সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতেই এসেছেন, হত্যাকান্ড ঘটিয়ে নিরাপদে ফিরে যেতে নয়। অর্থাৎ মারতে ও মরতে এসেছেন। এবং ৫৫র অধিক মুরতাদ পুলিশ অফিসার ও সেনা এখানে হতাহত হয়, প্যারাকমান্ডোরাও গুলিবিদ্ধ হয়। কিন্তু মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়নি। তারা এসেছিলেন শহীদ হতে, এদেশের মুরতাদ বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দিতে ও আমৃত্যু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে!

কথিত রয়েছে, "আপনি পুলিশের আরও ফোর্স পাঠান, তাহলে মরার ভয়ে জঙ্গিরা আত্মসমর্পন করবে!"

তখন উত্তরে বলা হয়, "আরে ভাই! এখানে যাদের আসার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মরে যাওয়া, এবং এই জন্যই আসছে এখানে, যে আজ না মরে যাবে না! সেখানে তাদেরকে আপনার মত বা আমার মত Low Rank এর পুলিশ অফিসার আর কিইবা মরার ভয় দেখাবে???"



ভাইদের আত্মসমর্পন করতে বলা পুলিশ, নিজেই কিছুক্ষণ পর তাদের আক্রমনের শিকার হয়।

প্রায় মূল ঘটনায়

১ জুলাই ২০১৬ সাল, এর একদিন আগে ৫ ভাই সব মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, সেদিন সারাদিন নফল সালাত আদায়, জিকির, তিলাওয়াত ও সিয়ামের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। এবং দু'আ করতে থাকেন, যেন আল্লাহ তাদের এই আমলের মাধ্যমে সমস্ত পাপ মোচন করে তাদেরকে শহীদি মর্যাদা দিয়ে চির সুখের জান্নাতে প্রবেশ করান, এবং এই অভিযান যেন সফল হয়, এতে যেন মুসলিমদের অন্তরে প্রশান্তি কাজ করে।

এবং নিজ আমীর ও বাকি মুজাহিদিন ভাইদের বললেন, "দেখা হবে জান্নাতে ইনশাআল্লাহ!"

১ জুলাই, ২০১৬ সালের সন্ধ্যার দিকে একসাথে ইফতার, সালাত আদায়ের পর ব্যাগ প্রস্তুত করলেন,
একে-২২ রাইফেল, গ্রেনেড, নাইন এম এম পিস্তল, ম্যাগাজিন বুলেট, চাপাতি আর তরবারি এবং খিলাফাহর পতাকা!
নিয়ে তারা রওনা দিলেন, এক পর্যায়ে গুলশান ২ এ আসার পর, গাড়ি থেকে নেমে, হেটে হেটে বাকি পথ রওনা হলেন। বিচ্ছিন্নভাবে হাটা ধরলেন এবং কৌশল হিসেবে, কেউ কেউ দাড়ি ছাটিয়ে নিলেন, যেন মুজাহিদ না মনে হয়ে। মনে হয় যেন সাধারণ ছাত্র। পাচ ভাইয়ের কাছে পাচটি ব্যাগ ছিল।

এরপর তারা সকল নিরাপত্তা-সিকিউরিটির গন্ডি পেড়িয়ে হলি আর্টিজানের গেটের সামনে অগ্রসর হন। বলা বাহুল্য, গুলশান হাইলি সিকিউরিটিপুর্ণ একটি এলাকা, এত সহজ ছিল না; এখানে অস্ত্র সহকারে পৌছানো। তাছাড়া সেটি গুলশান কূটনীতি পাড়া হিসেবেও পরিচিত ছিল। সকল বিদেশি কুরুসেডার জোটের নাগরিক, সেক্যুলার ও নাস্তিক, মুরতাদদের নিয়ে নিরাপত্তা-বেষ্টিত এলাকা এটি।





একটি হাইএস গাড়ি, যাতে ভাইয়েরা ছিলেন।

হলি আর্টিজান রেস্তোরার গেটের সামনে পৌছে, ভেতরে প্রবেশ করার সময়।
সেখানকার নিরাপত্তা প্রহরী ভাইদের চেহারা দেখে, সন্দেহ পোষণ করেন।

"নিরাপত্তা প্রহরী তার চাকরিতে নতুন ছিল, তার মালিক তাকে বলেছিল, সন্দেহভাজন কাউকে মনে হলে, তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করতে, ব্যাগ চেক করতে, এবং তখন এই গার্ড ভাইদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কারা??"

এটা সত্য, ভাইদের অন্তরে তখনও অন্যায়ভাবে কাফেরদের মুসলিম হত্যার ঘটনা বেশ নাড়া দিচ্ছিল, এবং চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই রক্তাক্ত মুসলিমদের নিথর দেহগুলোর দৃশ্য, পাশাপাশি অর্থায়নকারী কাফের নাগরিক ও তাদের নিরাপত্তা প্রদানকারী মুরতাদ বাহিনীর প্রতি, তাদের খুব রাগ বা ঘৃণা কাজ করছিল। এছাড়া শহীদি তামান্নাতেও, তাদের অন্তর তার অপেক্ষায় বেশ বেক্যুল ছিল!

নিরাপত্তা প্রহরীর প্রশ্নের উত্তর তখন নিবরাস ভাই দিলেন, "এই ব্যাটা সর" বলে সজোরে তার মুখে ঘুষি মারার মাধ্যমে। এতে সেই গার্ড মাটিতে পড়ে ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। অবশ্যই সে মুসলিম হলেও, এমন রেস্তোরা যেখানে মদপান করে কুফফারেরা, সেখানে তার চাকরি না করাই শারিয়াহসম্মত! কেননা, এই ভূমিতে হালাল কাজের অভাব নেই।

অতঃপর ভাইয়েরা আরও সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যাগগুলো থেকে একে-২২ রাইফেল বের করেন। বের করেই "**আল্লাহু আকবার**" বলেই রেস্টুরেন্টের বিশাল উদ্যানের চারিদিকে ফাঁকা গুলি ছুড়তে থাকেন। কিন্তু কাউকে টার্গেট করে গুলি নিক্ষেপ করেননি। মূল উদ্দেশ্য, ছিল সবাইকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রেস্তোরার ভেতরে জিম্মি করে রাখা। আর ত্বাগূত এর সমস্ত মিডিয়া নাটক বানিয়েছে, শুরুতেই ভাইয়েরা সব বিদেশী ও জিম্মিকে হত্যা করে ফেলেন।
সম্পুর্ণ বানোয়াট দাবী।

এর প্রমাণ, এই ভিডিওতে একজন পলাতক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি শুনলেই বুঝবেন। ভাইয়েরা শুধু ফাকা গুলি ছুড়েছেন। ত্বাগূতের এই মিথ্যাচার শুনে ঈমান আপনারও প্রবল হবে। ইনশাআল্লাহ!

লিংক- https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i5R27rWBTjPtVYSOK1hjSoo

ভাইদের বন্দুক বের করে চারিদিকে ফাকা গুলি ছোড়ার দৃশ্য দেখে গার্ডটি ভয়ে চিৎকার করে দৌড় মেরে পালিয়ে যায়। এরপর সবাইকে জানাতে থাকে সবকিছু!

মুশরিকেরা ফারাজ সিনেমাতে দেখিয়েছে, গার্ডকে মেরে ফেলেছে ভাইয়েরা এটা একটা মিথ্যাচার। আমরা মুসলিমদের রক্ত হালাল মনে করি না। সেই গার্ডকে ভাইয়েরা মেরে ফেললে, ত্বাগূতি মিডিয়ায় তার সাক্ষাতকার কি তার মরদেহের নেয়া হয়েছিল?

আর রোহান ভাইকে ভীতু-বেয়াদব, মুবাশশির ভাইকে নারী লোভী, নিবরাস ভাইকে ব্রেইনওয়াশ হিসেবে তারা উপস্থাপন করেছে, শেষে নিব্রাস ভাই রোহান ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলে। পুরোটাই বানোয়াট কাহিনী। আপনারা হলি আর্টিজানের অফিসিয়াল ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছেন, ভাইয়েরা তাদের ঈমান, কথা আর কাজের ব্যাপারে কতটা দৃঢ় ছিলেন।


ভারতের মুশরিকদের তৈরি করা সিনেমা "ফারাজ" এ ভাইদের রেস্তোরাঁয় গার্ডকে উপেক্ষা করে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ব্যাগ হতে অস্ত্র বের করার দৃশ্য! এবং ফারাজের কিছু দৃশ্য আমরা উক্ত ঘটনার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে এখানে ব্যবহার করবো। ইনশাআল্লাহ।

রেস্টুরেন্টে থাকা মানুষেরা সবাই হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে, আতংকিত হয়ে এপার ওপার দৌড়ে ছুটতে থাকে, কেউ এপাশে টেবিলের নিচে আড়াল হচ্ছে, কেউ বাথরুমে, কেউ বাহিরে দেয়াল টপকে পালিয়ে গেছে, কেউবা গাড়ির পার্কিং এরিয়াতে লুকিয়েছে!

সবারই একটা ইচ্ছা ছিল, সেটা হলো নিজ জীবনকে রক্ষা করা। কাফেররা বেশি আতংকিত ছিল, মুসলিমেরাও এতে বেশ ভয় পেয়েছিল কিন্তু মুসলিমেরা জানেইনা, যে বন্দুকধারীরা তাদেরই মুসলিম ভাই!

তারপর সেখানে গেস্ট হিসেবে উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি ছিলেন হাসনাত করিম, যিনি পেশায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষক ছিলেন, এসেছিলেন পুরো পরিবার নিয়েই!

ইচ্ছা ছিল, মেয়ের জন্মদিন এখানে পালন করবেন। হাসনাত করিমের সাথে বেশিরভাগই মুসলিমাহ নারী, শিশু ছিল। তাদের পরণে হিজাব ছিল। অতঃপর গুলির আওয়াজ শুনে তারা ভয় পেয়ে গাড়ির পার্কিং এরিয়াতে এসে লুকান।

সেখানে ভাইদের কাছে তিনি প্রাণ ভিক্ষা চান, ভাইয়েরা তাকে আশ্বাস দেন, সে মুসলিম হলে তার কোন ক্ষতি করা হবে না। এবং বাকি ভাইয়েরা, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। দাওলাতুল ইসলাম বাকিয়াহ বলে তাকবীর স্লোগান দিচ্ছিলেন।

তাদের গায়ে একটা টোকাও দেয়া হয়নি, সম্মানের সাথে নারীদের রেস্টুরেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে যান ভাইয়েরা। আর অভিযান সক্রিয় রাখেন। নিচে এই ঘটনার বিরল ও ছোট একটি ফুটেজ ও তার লিংক দেয়া হলো, আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন।

লিংক- https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i7jquKyilqL936newXvJsbm

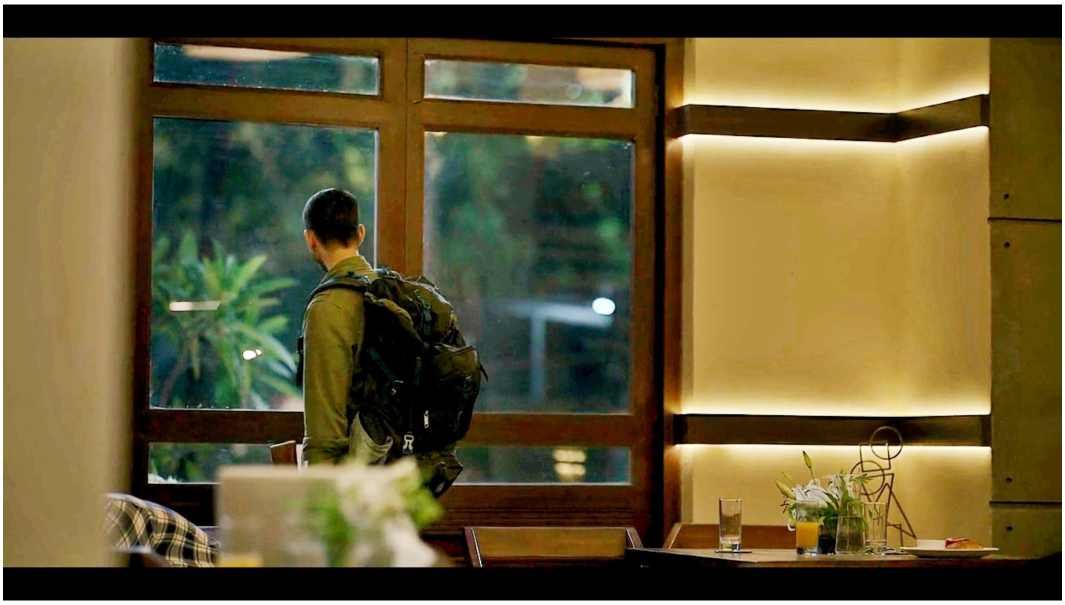
এরপর আমাদের ভাইয়েরা সফলভাবে সমস্ত জিম্মিদের একত্রিত করে ফেলেন। যদিও অনেকটা কঠিন ছিল, বিভিন্ন স্থান হতে লুকায়িত জিম্মিদের খুজে খুজে বের করে, তাদের সবাইকে একত্রিত করা।

খুজে খুজে বের করার সময়, ভাইয়েরা জোরে জোরে বলতে থাকেন,
মুসলিমেরা নিরাপদে বেরিয়ে আসুন, আমরা আপনাদের কিছুই করবো না। মুসলিমেরা নিরাপদে বেরিয়ে আসুন।"

ফলে অনেকেই লুকানো বাদ দিয়ে ভয়ে ভয়ে ভাইদের ডাকে সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। এরপর ভাইয়েরা, সকলকে একত্রিত করে দাঁড়িয়ে/বসে থাকতে বলেন।

নোট- "মুরতাদদের মিডিয়া ও মুশরিকদের সিনেমা 'ফারাজ' হতে প্রকাশিত ঘটনা শুরুতেই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে বেশিরভাগ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার বিষয়টি আমরা প্রত্যাখান করছি। এটি নিতান্তই তাদের মিথ্যাচার"

তারপর ইনগিমাসী ভাইয়েরা রেস্টুরেন্টটিতে অবস্থান করে মুরতাদ পুলিশদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা জানতেন, নিশ্চয়ই পুলিশ জিম্মিদের উদ্ধার করতে চলে আসবে।



ছবি- ফারাজ সিনেমার পুলিশ অপেক্ষার দৃশ্য

এবং তারা যদি চাইতেন, তাহলে আগেই জিম্মি কাফেদের হত্যা করে সেই এলাকা বের হয়ে নিরাপদে নিজ স্থানে ফিরে যেতে সক্ষম হতেন; কিন্তু নিজ স্থানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে- তাদের আমীরের পরিকল্পনা ছিল না। বরং সেখানে অবস্থান করে তাদের হাতে বাংলার মুরতাদ বাহিনীকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে, সারা বিশ্বের কাফেরদের রাতের ঘুম হারাম করার জন্যই এমন অভিযান পরিচালনার ইচ্ছা পোষণ করেন।

অথচ মুরতাদ পুলিশেরা কয়েক মাস পর মিডিয়াতে দম্ভের সাথে ব্যাক্ত করে, "তারা ভাইদের পালিয়ে যেতে দেয় নি। এটা পুলিশের প্রতিবারের মত আরেকটি চাঁপাবাজি ছিল- মিডিয়ার সামনে।"





অভিযান পরিচালনা করার আগে।



অভিযান সফল হওয়ার পর মুরতাদ সেনাদের সাথে লড়াই করার- পরে।

আর হলি আর্টিজানকে যুদ্ধ করার স্থান হিসেবে বাছাই করার পেছনে অনেক কারণ ও কৌশল ছিল।

অন্যতম কারণ ছিল- হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্ট হতে বাহিরের গেট অব্দি ভালো দুরত্ব ছিল, সমস্ত দিক বন্ধ ছিল আর বামে ছিল লেক।

ত্বাগূত বাহিনীর সেখানে প্রবেশ করতে হলে, একটি গেটের মাধ্যমেই প্রবেশ করতে হবে। আর ভাইদের ওপেন ফায়ার এর সম্মুখীন হয়ে মরতে হবে।

কোন কিছুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার না করা ছাড়া; তারা এতে সহজে প্রবেশ করতে পারবে না।
আর রাতে হামলা করলে, অন্ধকারে তারা কিছু দেখতে পাবে না।

ফলে অবরুদ্ধ করে ধরে রাখা সহজ হবে।

তারপর সুবিধা হিসেবে, রেস্টুরেন্টের ভেতর ভাইয়েরা সকল প্রকার খাবারসহ ও অন্যান্য প্রয়োজন অনায়াসে সেরে নিতে পারবেন, বিশ্রাম নেয়ার সুন্দর ব্যবস্থা তাতে ছিল।

একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে কোন কমতি, তাতে ছিল না। আর গুলশান কুটনীতি পাড়ায় হামলা হলে, সংবাদটি জিহাদের ভালো দাওয়াহ হিসেবে কাজ করবে।





হলি আর্টিজানের প্রবেশ পথ থেকে অনেক দূরে থাকা মুল গেট।

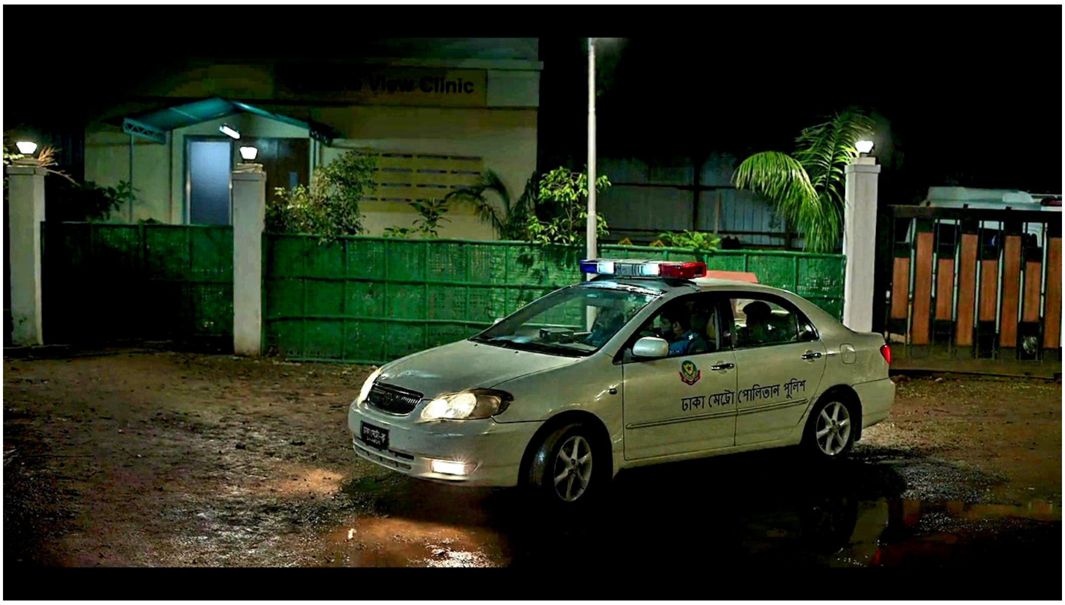


আরেকটি ভিউ।

ঘটনায় আসি, তখন গুলাগুলির আওয়াজে পুরো গুলশান কেপে উঠে, আর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতেই গুলশানবাসী সহ সেখানে প্রহরায় থাকা সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চমকে উঠে, যেন ইতিপূর্বে এমন হুংকার বাংলার ভূমিতে কোথাও শোনা যায়নি। এ যেন এক ঝলক ছিল!

তারপর সেখানে গুলশান থানায় এই খবর পৌছে যাওয়ার পর সেখানে দায়িত্বে থাকা 'একদল পাকনা' পুলিশের কাছে সন্ত্রাসী হামলার খবর পৌছালে; প্রমোশন-পদুন্নতির লোভে তারা শুধু কোন রকম বন্দুক নিয়েই ভাইদের বিরুদ্ধে গুলি বিনিময় করতে রওনা হয়, কোন প্রকার নিরাপত্তা গিয়ার ছাড়াই। ফলে,

গুলি বিনিময় তো করতেই পারলো না, উলটা গুলি আর বিস্ফোরকের শিকার হয়ে জাহান্নামে যেতে হয়েছে!



পুলিশেরা লেক ভিউ ক্লিনিকের নাম শুনে সেখানে যায় কিন্তু তারা সন্ত্রাসীদের খুজে পাচ্ছে না। তখন তাদের খুজতে এদিক ওদিক তাকায় পুলিশ, ঠিক এর পেছনেই হলি আর্টিজান থেকে ভাইয়েরা এদের ওপর আকস্মিক হামলা করে গুলাগুলি চলমান রাখেন।



ফারাজ সিনেমার মূল চরিত্রে আমাদের নিবরাস ভাই।



মুরতাদ পুলিশদের জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে।

ফলে কিছু পুলিশ অফিসার সেখানেই হতাহত হয়। এরপর আরও গুলাগুলিতে ভাইয়েরা পল্টন থানার মুরতাদ ওসি সালাউদ্দিনকেও জাহান্নামে পাঠায়, যার ব্যপারে মুসলিমদের নানান হয়রানির অভিযোগ ছিল। ছিল ধর্ষণ, মাদক কারবারি সহ অনেক অভিযোগ।

এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের মুসলিমগণ হলি আর্টিজানের ঘটনা সঠিকভাবে জানেনা, কেন কিসের প্রেক্ষিতে সেখানে কাফেরদের হত্যা করা হয়েছিল। তারা বলে থাকেন, "এতগুলো বিদেশিকে হত্যা করার কারণ জানিনা, যে কেন তারা এই কাজটি করেছিল। এভাবে জায়েজ ছিল কিনা। কিন্তু একটি কাজ ভালো করেছে, সেটা হচ্ছে ওসি সালাউদ্দিন শয়তানটাকে মেরেছে, যার রাত 'কোন নারী ছাড়া কাটতোই নাহ'!"

মুরতাদ অসি সালাউদ্দিনের কুৎসিত চেহারা ও অপকর্মগুলো দেখুন।





শত অপরাধ করেও পার পেয়ে যাওয়া বহুল আলোচি ওসি সালাউদ্দিন আহমেদ খান। একের পর এক অপকর্মে জড়িয়ে আলোচনায় এলেও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কখনো। ডিএমপির ৪৯ থানার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ওসি হিসেবে ধরা হয় তাকে। এ কারণে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন।
নামে বেনামে কয়েকশ কোটি টাকার মালিক তিনি। ঢাকায় আছে কয়েকটি বাড়ী।
কয়দিন আগে ঝুট ব্যবসায়ী সুমন হত্যা মামলার জন্য বেশ আলোচিত ছিলেন তিনি। খুটির জোরে পেয়েছিলেন মামলা থেকে অব্যাহতি।
ধরে নিয়ে এসে সুমনকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন তিনি।

হেন কোনো অপকর্ম নেই তিনি করেন নি।
পুরান ঢাকার ব্যবসায়ীদের কাছে ওসি সালাউদ্দিন ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা আদায় করতেন তিনি। কেউ মাসোহারা দিতে অস্বীকৃতি জানালেই তার ওপর পড়ত ওসির খড়গ দৃষ্টি। ধরে এনে নির্যাতন আর পেন্ডিং মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া ছিল তার নিত্যদিনের কাজ। বিরোধী দলের নেতাকর্মীরাও তাকে ভয় পায় যমের মতো। কোতোয়ালি থানায় ওসি সালাউদ্দিনের সঙ্গে কাজ করা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাব-ইন্সপেক্টর জানান, থানার এসআইরা তার ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকত। প্রতিদিন তার হাতে তুলে দিতে হতো টাকা।

গত বছর এক আইনজীবী তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলেন। এরপর থেকে বাদীকে তিনি মামলা তুলে নিতে প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশনা নিয়ে করেছিলেন কটূক্তি।

গত বছরের ১৭ই মার্চ মিরপুরে বাবলু নামে এক যুবকের পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করেন তিনি। সেই যুবক এখন পঙ্গু।
একই বছর ১০ই এপ্রিল রাতে মিল্টন ও শিপন নামে দুই যুবককে ধরে নিষ্ঠুর নির্যাতন করেন তিনি। থানায় নেয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই তাদের আবার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের হাতে-পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করা হয়। তারাও চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে।

মিরপুর ন্যাশনাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষককে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করেছিলেন তিনি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠক করছিলেন শিক্ষকরা। ওসি তাদের ধরে আনেন সরকারবিরোধী গোপন বৈঠকের অজুহাতে। পরে প্রতিটি পরিবারের কাছ থেকে বড় অঙ্গের চাঁদা আদায় করেন তিনি।
আযহারুল ইসলাম নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের মাস্টার্সের এক ছাত্রকে থানায় আটকে রেখে হাত-পা ভেঙে দেয়া ও নখ তুলে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। পরে ওই পরিবারের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদাও দাবি করেছিলেন তিনি। সেই ছাত্র এখন পঙ্গু অবস্থায় দিন যাপন করছেন।
ওসি সালাহউদ্দিন খানের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিপুল সম্পদ আহরণের অভিযোগ রয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে দুদকের অনুসন্ধানে যেসব পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, তাদের মধ্যে সালাউদ্দিন ছিলেন অন্যতম। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে সম্পদ বিবরণীর হিসাব জমা দেয়ার জন্য দুদক সালাউদ্দিন খানকে চিঠি দিয়ে ছিল। কিন্তু খোদ দুদক কার্যালয় থেকে তার নথি গায়েব হয়ে গেছে। সবার নথি থাকলেও ওসি সালাউদ্দিনের নথি হারিয়ে যাওয়া নিয়ে খোদ দুদকেই এ নিয়ে তোলপাড় হয়। এর আগে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক অভিযোগে বলা হয়, সালাউদ্দিন খানের শেয়ারবাজারে এক কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগ ছাড়াও নামে-বেনামে কয়েক কোটি টাকার সম্পদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা একজন পুলিশ কর্মকর্তার আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

তার অপকর্মের ফিরিস্তিটা বেশ লম্বাই। তবে সংক্ষেপে উল্লেখ করলে যা বলা যায়:

সেপ্টেম্বর ২০১০, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক অভিযোগে বলা হয়, সালাউদ্দিন খানের শেয়ারবাজারে এক কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগ ছাড়াও নামে-বেনামে কয়েক কোটি টাকার সম্পদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

ফেব্রুয়ারি ২০১১, অবৈধ অর্থ আয়ের তদন্ত নথি দুদক থেকে গায়েব। অথচ দোষী সাব্যস্ত করে চিঠি দিয়েছিল দুদক।
২৯ মে ২০১২, আদালত চত্বরে এক তরুণীর শ্লীলতাহানি। এবং সাংবাদিক-আইনজীবীদের বেধড়ক পেটানো। দিনভর কোতোয়ালী থানায় আটকে রাখেন তরুণীকে।

ইসলামপুরে দেশীয় নিম্ন মানের কাপড়ে অবৈধভাবে বিদেশি সিল লাগানের কারখানার মালিক বাবুল ওরফে জাপানি বাবুলের কাছ থেকে প্রতি মাসে দুই লাখ ঘুষ নিতেন।

আগস্ট ২০১২, তার নির্দেশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ছাত্র আযহারুল ইসলামকে থানায় নিয়ে হাত পা ভেঙে নখ তুলে উপড়ে ফেলে পুলিশ। পরিবারের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবি।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ছেলে শিক্ষানবিশ আইনজীবী আসিফ মোহাম্মদ জুনায়েদকে মিরপুর থানা অন্যায়ভাবে আটক করলে থানায় যান বাবা অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম। ওসি দুইজনকেই গ্রেপ্তার করেন।

১৭ মার্চ ২০১৩, বাবলু নামের এক যুবকের পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে পঙ্গু করে দেন।

১০ এপ্রিল ২০১৩, রাতে কাজীপাড়া থেকে মিল্টন ও শিপন নামে দুই যুবদল কর্মীকে গ্রেপ্তার থানায় নেয়ার আধাঘণ্টা পর হাতে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২১ অক্টোবর ২০১৩, মিরপুর ন্যাশনাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২২ জন শিক্ষককে একসঙ্গে গ্রেপ্তার। মামালার ভয় দেখিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নেন।

২৫ অক্টোবর ২০১৩, ব্যাংক কর্মকর্তা এবং মনিপুর স্কুলের শিক্ষককে পেট্রোলবোমা মারার মামলা দিয়ে গ্রেপ্তারের নামে হয়রানি।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৩, ওসি সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ মিরপুরের যুবদল নেতা মামুন ও তার ভাইয়ের বাসা লণ্ডভণ্ড করা হয়। আটক করেন মামুনের ভাইয়ের স্ত্রী ও কলেজপড়ুয়া মেয়েসহ কয়েক জনকে। মামুনের প্যারালাইজড ভাইকে লাথি মেরে শিশুপুত্রসহ ঘরে আটকে রাখেন।

২ মে ২০১৪, ব্যবসায়ী শীষ মনোয়ারকে থানায় ডেকে নিয়ে এসে অকথ্য নির্যাতনের পর অপহরণ মামলা দেন।

১২ জুলাই ২০১৪, প্রতি মাসে ১ লাখ টাকা করে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ঝুট ব্যবসায়ী সুজনকে ধানমণ্ডির শংকরের বাসা থেকে আটক করে মিরপুর থানায় বেধড়ক পিটিয়ে হত্যা।

২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ঢাকা বারের সদস্য অ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল ওয়াহিদকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মেডিকেল কলেজের ছাত্র আব্দুল্লাহ হোসাইনকে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ধরে নিয়ে আসে। খোঁজ নিতে থানায় গেলে ভাই হাসানকেও গ্রেপ্তার করে। তাদের দুইজনকে নিয়ে বাসায় অস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেন এবং তাদের অসুস্থ বাবা এনায়েত উল্লাহকে থানায় ধরে নিয়ে যান।

প্রসঙ্গত, ওসি সালাউদ্দিনের বাড়ি গোপালগঞ্জে। ১৯৯০ সালে এসআই হিসেবে পুলিশে যোগ দেন। ২০০৬ সালে পরিদর্শক হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০০৭ সালে হাজারীবাগ থানায় ওসি হিসেবে যোগ দেন। এক-এগারো সরকারের সময় তাকে বদলি করা হয়েছিল রাজশাহী রেঞ্জে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বদলি হয়ে আসেন ঢাকার উপকণ্ঠ কেরানীগঞ্জে। ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ কোতোয়ালী থানায় যোগ দেন। ২০১২ সালের ১১ আগস্ট বদলি হোন মিরপুর থানায়। চাকরি জীবনে একাধিকবার সাসপেন্ড হয়েছেন ওসি সালাউদ্দীন।

তখন, বাজে রাত ৯ টা, অনেকেই তারাবির নামাজ পড়তে ব্যস্ত, হটাৎ এমন আকস্মিক ঘটনার প্রেক্ষিতে, পুলিশ পুরো গুলশান এলাকাটি বেরিকেড বসিয়ে ঘিরে ফেলে চারিদিক, আগমন হয় সমস্ত বাহিনীর হাজার হাজার সদস্যের। আর বাংলাদেশের মিডিয়া চ্যানেলদের সাংবাদিকদের কাছে ততক্ষণে সবকিছুর খবর পৌঁছে যায়। সবাই মিলে গুলশানে পুলিশদের সাথে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয়, ভেতরে কি হচ্ছে তা জানার জন্য!

ওইদিকে জনসাধারণকে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে এলাকা হতে, যারা আটকে ছিল তারা আর বের হতে আর পারেনি।

আর এই ঘটনায়, মানুষ যত বেশি ভয় পেয়েছিল, তার চেয়ে বেশি ভয় আর চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল মুরতাদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।
যে,

কিভাবে মোকাবেলা করে এতগুলো বিদেশিকে বের করে আনবে?

কারণ আমেরিকা সহ বাকি ত্বাগূতের ওপর তাদের মা হাসিনা নির্ভরশীল। এদের বাচাতে না পারলে তাদের মাকে এর কৈফিয়ত দিতে হবে; এই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল তারা।



চিন্তিত কালো কুকুরের দল।

ততক্ষণে দেশের সমস্ত মিডিয়া চ্যানেলের হেডলাইন আর লাইভ সম্প্রচারে এই "জঙ্গিদের কাছে বিদেশীদের জিম্মি হওয়ার" ঘটনা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আর পুলিশ অফিসার হতাহত হওয়ার সংবাদও তারা দেখতে পায়।

অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান আবার অনেকেই পুলিশ মরার খুশিতে আলহামদুলিল্লাহ বলে লাফিয়ে উঠেন।

প্রবাসীরা বিদেশে বসে এই সংবাদ শুনে, তাদের অনেকেই খুশি হয়েছেন। কারণ যারা মুসলিম প্রবাসে কাজ করেন- তারা বিদেশি কাফেরদের অন্যায় আচরণের স্বীকার হন প্রতিদিন, এদের জিম্মি হবার খবর শুনে এরা বেশ আনন্দিত! ওইদিকে মাজলুমে পরিপূর্ণ কারাগারে বন্দি জামাতুল মুজাহিদিন এর ভাইয়েরা, কারারক্ষীর কাছ থেকে খবর পেয়ে চমকে উঠলেন। মুরতাদ কারারক্ষী বলছে, ইরাক সিরিয়া থেকে জঙ্গিরা এদেশে ঢুকে হামলা চালিয়েছে! সবাই আল্লাহু আকবর বলে খুশিতে তাকবীর তুললেন।

আর আলোচনা উত্তেজনা সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে বিদেশি মিডিয়া চ্যানেল অব্দি চলমান এবং কথিত আছে- তখনই ত্বাগূত হাসিনা এই বলে গোপনে সমস্ত মিডিয়া কর্মীদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়- বাংলাদেশে আপনাদের এতগুলো চ্যানেলের পরিচালনার শক্তি-ক্ষমতা আমি দিয়েছি।

আজ আমার কারণে আপনারা এখানে এই অবস্থায় এসেছেন, সুতরাং এমন কিছু প্রচার করবেন না যাতে দেশের জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে।

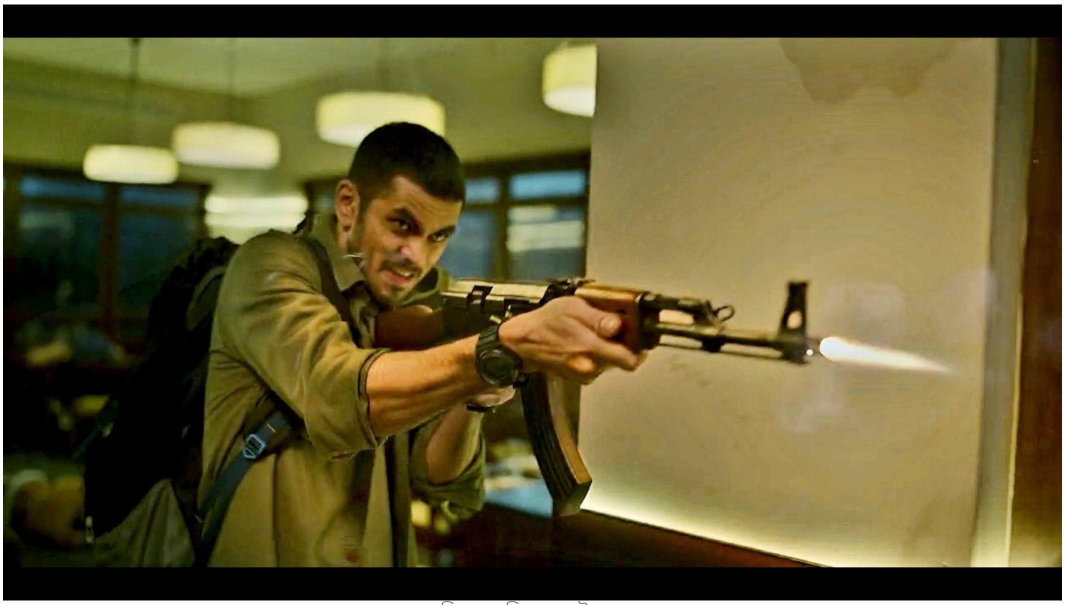
যদি করেন, আপনাদের চ্যানেলের অস্তিত্ব সহ চ্যানেলের কেউই মিডিয়া করার মত অবস্থায় থাকবে না। ফলে সমস্ত চ্যানেল অনেক কিছুই ইচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রকাশ না করে নিজেদের মাঝেই রেখে দেয়। এই তো, এভাবেই তারা আমাদের ব্যাপারে সত্য লুকিয়ে ফেললো। কিন্তু আমরা তা প্রকাশ করবোই, ইনশাআল্লাহ!

তারপর এই রেস্টুরেন্টের মালিককে মুরতাদ পুলিশ তলব করে ব্লু প্রিন্ট সহ অনেক দরকারি তথ্য নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তারপর একের পর এক পুলিশ অফিসারকে তারা উন্মুক্তভাবে ভাইদের বিরুদ্ধে উদ্যানের ওয়ালের মূল গেটের সামনে 'কুকুরের মত' লেলিয়ে দেয়।

ফলপ্রসু, মুরতাদগুলো ভাইদের হাতে একের পর এক মরতে শুরু করে।

আলহামদুলিল্লাহ, ভাইয়েরা এদের গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেন। সারারাত গুলাগুলির পর, গুলিবিদ্ধ করে হতাহত করেন প্রায় ৫৫র অধিক পুলিশ অফিসারকে! এবং এদের সাথে পুলিশের সবচাইতে অধিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত টিম- সোয়াটও যোগ দেয়, ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে!

এখানে কিছু বাস্তব চিত্র দেখানো হলো,



ফারাজ সিনেমায় নিবরাস ভাইয়ের একশন।



মুরতাদ ডিবি/ সিটিটিসি টিমের হতাহত হওয়া এক সদস্য।



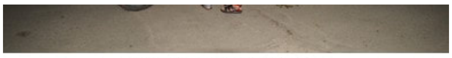




হতাহত হওয়া পুলিশ অফিসার, দেখুন.. ত্রাস প্রায় তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাদের চোখে আল্লাহর সৈনিকদের প্রতি ভয় প্রত্যক্ষ করুন। আমরা তা দেখতে পাচ্ছি!







shutterstock.com · 1106870777

তাদের এমন ভাবে হতাহত হওয়ার সঠিক ব্যখা দিচ্ছি, এরা দেশ এর নামে হাসিনার জন্য জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ভয় পায়, এরা একটু পর পর গুলি করে তাড়াতাড়ি করে লুকিয়ে যাচ্ছিলো। কারণ তারা জানে যে দ্রুত না লুকালে গুলি খেতে হবে কিন্তু লাভ হলো না; আনফিট শরীরে তাড়াতাড়ি কভারে গিয়েও কারো পায়ে, কারো হাতে, কারো চোখে গুলি লেগেছেই! ভাইয়েরা সুযোগ দেননি, ওই অবস্থাতেই গুলি চালিয়েছেন। এখন অনেকে প্রশ্ন করবেন, ভাই- এদের সবার মরার কথা ছিল না? কিভাবে তা হবে? যখন তারা একটা গুলি খেয়েই তাদের সদস্যদের তাড়াতাড়ি করে ফেরত নিয়ে নিচ্ছে, আবার নতুন সদস্যদের পাঠাচ্ছে। অন্য ভূমির মতন একটানা লড়াই করলে এবং তা থেকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না, ফলে মৃত্যু অনিবার্য ছিল। তারপরও ১২ পুলিশ অফিসার নিহত হওয়ার ব্যপারে, ফারাজ সিনেমাতে তথ্য দেয়া হয়।





কেমন অনুভব হচ্ছে? তোমরা একইভাবে যখন বাংলায় ২০০৪ সালের দিকে আমাদের ভাইদের যখন ক্রসফায়ার দিয়েছিলে, বন্দি করেছিলে। বোনদের সম্মান নষ্ট করেছিলে, তখন আমরা কতটা ব্যথিত হয়েছিলাম। আজ আমাদের ভাইয়েরাও একইভাবে তোমাদের না পাওয়া কাজের পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে, এবং তা চলমান থাকবে। বিযনিল্লাহ!



তারপর একের এক পুলিশ অফিসারের লাশ সেখান থেকে বের হওয়ার পর, লাশের ছবি তুলতে তারা মিডিয়াকে বাধা দেয়, অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে সাংবাদিকদের ওপর। তারপরও কিছু কিছু স্থানে পুলিশের গুলিবিদ্ধ ছবি তারা তুলতে সক্ষম হয়েছে, এর ভেতর এক পুলিশ সদস্যের পশ্চাতদেশে গুলি লাগার মনোরম ছবিও তারা তুলেছেন। এর আগে মুরতাদ বিজিবি চেষ্টা করেছিল, বার বার গ্রেনেড মারার কারণে তারা সেই গ্রেনেডে হতাহত হয় এবং তারা ভয়ে চলে আসে। এরপরই পুলিশ অফিসারেরা আসার পর এক একজন করে মরতে থাকে।

এরপর সব সাংবাদিককে বের করে দিয়ে, রেব চেষ্টা চালিয়ে, রেবও ব্যর্থ হয়।তাদের ভেতরও আল্লাহর সৈনিকদের ভয় কাজ করছিল। নিজ চোখে দেখে নিন।



আল্লাহর অনুগ্রহে, একটা ভাইয়েরও কিছুই হয়নি। ৫৫র অধিক মুরতাদ পুলিশ অফিসার কেবল গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এটাই তো নিয়ম, অল্পের কাছে বেশি হারবে। বদরের ৩১৩ জন সাহাবীর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে??



জলদি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আকুতি-মিনতি করছিল মুরতাদটা।

এরপরও আমরা বলবো, কাপুরুষের দলেরা থামেনি। তারা তাদের সোয়াট বাহিনীকে স্নাইপারের মাধ্যমে অন্যান্য নিকটবর্তী ভবনের মাঝে বসিয়ে দিয়েছে। যেন ভাইদের দেখা মাত্র গুলি করে অনায়াসে তারা মেরে ফেলতে পারে। তারা যদি এত্তটাই সুপুরুষ হয়ে থাকে, তাহলে কেন শুধু তাদের ৫ জন বন্দুকধারীকে পাঠালো না কেন? দেখা যেত, তাদের পুরুষত্ব। কিন্তু তারা এই ৫ জনের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছে। বোঝাই যাচ্ছে, তারা খুব কাপুরুষ।





কিন্তু ভাইয়েরা বুদ্ধিমান ছিলেন, সামরিক কমান্ডার ভাইয়ের দেয়া কৌশল অনুযায়ী চার দেয়ালের ভেতর সুরক্ষিত রেস্টুরেন্টের সমস্ত লাইট অফ করে দেন। জানালায় ঢাল হিসেবে জিম্মিদের দাড় করিয়ে রাখেন। যেন তারা ভাইদের ওপর ভুলেও গুলি না চালায়;



পুলিশও এমন বুদ্ধি দেখে তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা বোকার মতন করতে থাকে। সব দিক দিয়ে, পুলিশ সোয়াট এদের পথ বন্ধ করে দিল ভাইয়েরা। আর এদিকে ক্রুসেডার জোটের নাগরিকেরাও বন্দি, ওইদিকে কৌশলে মুরতাদ বাহিনীর হাত পাও বেধে ফেলা হলো।

অতঃপর ভাইয়েরা দেখলেন, জিম্মিদের মোবাইলে কল আসছে একের পর এক, এর ভেতর একটি কল রিসিভ করে দেখলেন কল দিয়েছে রেব প্রধান বেনজীর। ভাইদের সাথে কথা হয় মুরতাদটির। তখন মুরতাদ বেনজীর জিজ্ঞেস করে - আমি বেনজীর বলছি, এভাবে আপনাদের ইত্যাদি এসব করে লাভ নেই" বলে নানান ভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে, শেষে বলে- কি করলে জিম্মিদের ছেড়ে দিবেন আপনারা?



আমাদের ভাইয়েরা ৩টি দাবী জানান, যা এদেশের তাগূত হাসিনা কখনোই পূরণ করবে না। দরকার হলে, এমন হাজারো বিদেশি নাগরিকদের লাশ তারা নিজেরাই ফেলতে রাজি কিন্তু তা পূরণ করতে কখনোই রাজি হবে না।

১- বাংলাদেশে আইএসের একজন মুজাহিদ ভাই "খালেদ সাইফুল্লাহ" তাকে মুক্ত করতে হবে।

২- বাংলাদেশে শারিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩- হাসিনাকে পদত্যাগ করে খলিফার নিয়োগকৃত আমীরকে সকলের মেনে নিতে হবে।

বেনজীর এতে রাজি না হলে, ভাইয়েরা তাকে ও তার কালো পোষাকধারী কুকুরদের হুমকি দেন জাহান্নামে পাঠানোর। ফাকা গুলির শুব্দ ফোনে শুনিয়ে!

তারপরই রেব কে নিয়ে অপারেশন পরিচালনা করার চিন্তা রেব প্রধান বেনজীর করলেও, ত্বাগূত হাসিনা মোটেও রেব সদস্যদের মুজাহিদদের হাতে জাহান্নামে পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করেনি। হাসিনা চিন্তা করলো, এই অভিযান তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ আর্মিদের নিয়ে গঠিত স্পেশাল ফোর্স "প্যারা কমান্ডো" দিয়ে পরিচালনা করানো হবে।

যাতে তাদের সদস্যদের কেউ না মরে, আর তাড়াতাড়ি এই ভয়াবহ হুমকির হাত থেকে বাচা যায়।

কিন্তু তারপরও কোন লাভ এতে হলো না। মুজাহিদিনেরা শেষে সফল হলেন।

তারপর মুরতাদ সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় ছিল, সকল বাহিনী। আর সেখানে পুলিশের সমস্ত ফোর্স, রেব, বিজিবি, আনসার সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। ছিল না সেনা সদস্যদের টিম; অতঃপর সেনা সদস্যের আগমনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে, ভাইয়েরা এই সুযোগে..

সেখানকার এক জিম্মির হাত থেকে ফোন নিয়ে ওয়াইফাইর পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে, গোপন একটি এপ চালু করে অপারেশনের আমীরের সাথে কথাকপন চালিয়ে যান।

আর খেয়াল করেন, মুরতাদ সরকার সারা দেশের ইন্টারনেট স্লো করার পাশাপাশি ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করে দেয়; বোকা সরকার সবই বন্ধ করেছে কিন্তু ওয়াইফাই ব্রডব্যান্ড স্লো করতে ভুলে গেছে আর সেই ওয়াইফাই ব্রডব্যান্ড চলছিল ফুল স্পিডে!

আর দেশের মানুষ তখন হাতে ভিপিএন নিয়ে কোনরকম ফেসবুক চালাচ্ছিল, খুবই সংকটময় সময় যাচ্ছিল সকল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের।

এবং সেসময় ২০১৬ সাল অনুযায়ী ওয়াইফাই সবখানে সবাই ব্যবহার করতো না, আরেকটি বিষয়, আপনাদের বলছি- যা আপনি জানেন না প্রিয়।

তা হলোঃ ইন্টারনেট স্লো, ফেসবুক সহ সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার কিছু কারণ হলো,

১- আমাদের ভাইয়েরা আমীরের কাছে অনলাইনে বার্তা পাঠাতে দেরি হলে বা অসম্ভব হলে, আমীর সঠিক সংবাদ না পেয়ে উক্ত সংবাদ খিলাফাহ'র প্রাণ কেন্দ্রে পাঠাতে পারলো না। আর তা না করতে পারলে, খিলাফাহ হতে দায় স্বীকার করাও অসম্ভব হলো।

ফলে বিশ্বের কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি হলো না। মুসলিম গণহত্যা আরও বেড়ে যেত।

২- অনলাইনে আইএসের মিডিয়া কর্মী ভাইয়েরা যেন এই সুখবর সকলের কাছে পৌছে না দিতে পারেন। এবং পোষ্ট/দায় স্বীকার ভাইরাল না হওয়া মানে, এদেশের মানুষ সত্য কিছুই জানতে পারলো না। আবার এদেশের মজার মানুষেরা, এদেশীয় বাহিনী নিয়ে ট্রল করে বা কোন গুজব ছড়িয়ে তা ভাইরাল করে দেয় কিনা, বা সত্য জেনে- আমাদের পক্ষে যদি তারা কথা বলে ওঠে কিনা।

কেননা, ফিলিস্তিন-কাশ্মির ও ভারতে কাফিরদের অত্যাচারে আক্রান্ত মুসলিমেরা দাওলাতুল ইসলামকে অনেক ভালোবাসেন। কেননা তারা প্রায় কাফেরদের ওপর এই মুসলিমদের রক্তের বদলা গ্রহণ করেন। যদি ভুলে একবার বাংলাদেশেও এমন জনসমর্থন তৈরি হয়ে যায়??

এই সমস্ত বিষয়েই মূলত তাদের ভয় ছিল বেশি। তাই, মিডিয়া আর ইন্টারনেটের সবকিছুই তারা ধামা চাপা দিল!

তাদের এই প্রচেষ্টা ছিল বাংলার ভূমিতে, তাদের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়েও প্রবল। ইতিপূর্বে আমরা দেখতে পাই, হেফাজত, জামাত, বিএনপি সহ সকল বাতিল ও ভ্রান্ত সুবিধাবাদি দলকেও তারা নাকানি চুবানি খাইয়েছে, এরপর এখন আইএসের ক্ষেত্রেও তারা একই ধস্তাধস্তি শুরু করেছে!

তারপর ভাইয়েরা, আমীর ভাইয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারেন। আমীর তাদের প্রতি যেমনটা আশা করেছিলেন; বরং তার চেয়ে অধিক উত্তম পারফরম্যান্স তারা করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে!

এরপরই, টিভি চালু করে দেখেন- পুলিশ গোয়েন্দারা তাদের বিভিন্ন বানোয়াট নামে আখ্যায়িত করা শুরু করেছে- বিকাশ, ডন, বাধন ইত্যাদি নামে।

তারা হাসতে শুরু করলেন, এরপর তারা সমস্ত জিম্মিদের একত্রিত করে, তাদের ভেতর মুসলিম শনাক্ত করার জন্য '**কুরআন হতে যে কোন একটি মুখস্ত সূরা**' পড়ে শোনাতে বললেন এবং ইসলামী মৌলিক কিছু বিষয়ে প্রশ্ন শুরু করলেন। যারা এতে মুসলিম প্রমাণিত হয়েছিল, তাদের এক পাশে রাখা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে একজন আমেরিকান খ্রিস্টান মুসলিমদের সম্পর্কে আগে থেকেই পড়াশোনা করার কারণে, তার জ্ঞান উভয় দিক দিয়েই ছিল।

ফলে সে সঠিক জবাব দিয়ে ভাইদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় যদিও ভাইয়েরা টের পাননি, যে সে একজন হারবি কাফের ছিল।

এবং কিছু জাপানিজ ও ইতিলিয়ান নাগরিক ছিল, তারা আমতা আমতা করার কারণে তাদের হত্যা করে উত্তম প্রতিশোধ নেয়া হয়।

বাংলাদেশের মুসলিমেরা জানেন না, যে-
জাপান অতীতে ইরাকে নিজেদের যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছিল, যখন আইএস পরিচিত ছিল আল কায়েদা ইন ইরাক সংগঠন হিসেবে, শায়খ জারকাবি (রহ) তখন এদের মোকাবেলা করেন।

আর আবারও নতুনভাবে, সিরিয়ায় তাদের যুদ্ধ জাহাজে নিজেদের সেনা পাঠিয়ে মুসলিমদের ওপর আমেরিকার মতন অত্যাচার, ধর্ষণ ও লুন্ঠন করতে চেয়েছিল।

কিন্তু খলিফা বাগদাদী (রহি.)র আদেশে বাংলাদেশে থাকা খিলাফাহর মুজাহিদিন ভাইয়েরা জাপানিজ নাগরিক **কোনিও হোশিও**কে কতল করেন, এবং হুমকি প্রদান করেন, "যদি সিরিয়াতে তোমাদের একটি পা পড়ে। তাহলে জাপানিজদের সাথে আমেরিকার মত একই অবস্থা হবে।"

ফলে জাপান সরকার আল্লাহর সৈনিকদের ভয়ে সেই জাহাজ দুটিকে জাপানে পুনঃরায় ফিরে যেতে বলে। ফলে.. আল্লাহর অনুগ্রহে, সিরিয়ার মুসলিমেরা হাফ ছেড়ে বাঁচে। এতে বাংলার আইএস মুজাহিদিন ভাইদের অবশ্যই একটি বড় সফলতা বলা যায়। ত্বাগূত সরকার এরপর ভাইদেরকে না ধরতে পেরে,

বিএনপির এক মুরতাদ নেতা ও তার বড় ভাইকে মিথ্যা আসামী বানিয়ে যাবজ্জীবনের জন্য সাজা দেয়। এই হচ্ছে, হাসিনার আসল চেহারা। অতীতে খালেদাও আসল চেহারা দেখিয়েছিল, আজ আল্লাহ অসুস্থতা, জেল জীবন দিয়ে তাকে লাঞ্চিত করেছেন। জামাতের সাঈদিকেও আল্লাহ লাঞ্চিত করেছেন। তাদের লাঞ্চিত হওয়ার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয়- ১। আল্লাহর দেয়া বিধান বাদ দিয়ে শিরকী গণতন্ত্র গ্রহণ ও ২। বাংলার মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। গুম, বন্দি ও ক্রসফায়ার করার কারণে! বাংলা ভাই, শায়খ আব্দুর রব ও তাদের সৈনিকদের হত্যা করার কারণে।

এরপর, রেব প্রধান বেনজীরকেও আল্লাহ লাঞ্চিত করেছেন। করেছেন সাবেক সেনাপ্রধানকেও!

একইভাবে, ২০২৪ সালে হাসিনা ও গোটা আওয়ামীলিগ আল্লাহর হাতে লাঞ্চিত হয়েছে। অপমানিত ও তিরস্কৃত, সাজাপ্রাপ্ত আসামী হয়েছে।

ঘটনায় আসি,

প্রত্যক্ষদোর্ষী মুসলিমাহ এক বোনের বক্তব্য,
তখন মৃত জাপানিজদের ফোন টিপে ভাইয়েরা মজা করে জাপানিজদের কল দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গি-ভঙ্গিতে জাপানিজ আওয়াজ করতে থাকেন, অর্থাৎ তাদের মনের ভেতর কোন প্রকার মরার ভীতিই কাজ করছিল না।

কাফিরদের কতল করার পর; কিছু মুসলিম নামধারী মুরতাদও সেখানে উপস্থিত ছিল। ফারাজকে আমরা ভুলিনি। ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ফারাজ, যে কিনা ট্রান্সকম গ্রুপের মালিকের নাতী। সেও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতই ছিল, কিন্তু সে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালোবাসতো এক মুশরিকা নারীকে!



নিবরাস ভাইয়ের সাথেই থাকা ফারাজ।

এবং সেখানে ছিল, তার দুই মেয়ে বান্ধবী। একজন ছিল সেই নোংরা ভারতীয় মুশরিক নারী তারুশি জৈন। আরেকজন ছিল, বাংলাদেশী মুসলিম অবিন্তা কবির মিথিলা।

মজার বিষয়, গেয়েন্দারা ফারাজকেও মুজাহিদ ভেবেছিল, কারণ নিবরাস ভাইয়ের সাথে তার সেলফি ও আগের থেকে পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু এরপর তাদের ধারণার ভূল ভাঙে!

কথিত আছে,

যখন এদের যাচাই বাছাইয়ের বেলা আসে, তখন ফারাজ-মিথিলা কুরআন পড়তে পারলেও তারুশি তখন কুরআন পড়ে শোনাতে পারেনি। কারণ সে ছিল হিন্দু মুশরিক নারী, অতঃপর তার পরিচয় ভাইদের নিকট শনাক্ত হলে ভাইয়েরা ভারতে মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে কতল করতে উদ্ধত হন, কিন্তু ফারাজ আর মিথিলা তাতে বাধা দেয়।

এবং ফারাজ বাংলা সিনেমার নায়কের মতন বাধা দিয়ে বলে, যদি তারুশিকে মারতে হয় আমাকেও মেরে ফেলো। আমিও তার সাথে মরতে চাই, মরতে হলে একসাথে মরবো আর বাচতে হলেও একসাথেই বাচবো। তখন পাশে থাকা মিথিলাও ফারাজের কথায় শায় দিয়ে একই কথা বলতে শুরু করে। বাস্তবে ফারাজ আর তারুশি প্রেম নামক হারাম সম্পর্কে জড়িত ছিল। তাই ফারাজ এটা বলেছিল।
তখন নিবরাস ভাই, তাদেরকে বোঝান, বিশেষ করে ফারাজকে!

"সে একজন হিন্দু মুশরিকা, কাফেরদের সাথে আল্লাহ মুসলিমদের বন্ধুত্ব করাকে কুফর সাব্যস্ত করেছেন, এর কারণে মানুষ ইসলাম হতে বের হয়ে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তোমরা হচ্ছো, বয়ফ্রেন্ড-গালফ্রেন্ড এবং এটা ঈমান ভঙ্গের একটা কারণ হিসেবে যথেষ্ট! আর তোমাদের এই জীবন আল্লাহ দিয়েছেন, কেন একটা মুশরিকার জন্য তোমরা নিজেদের জীবন দিতে যাবে?? আল্লাহ কি তোমাদের জীবনের মালিক নন??"

ফারাজ তখন তা মানতে নারাজ। এবং সে বলে, আমাকে আর মিথিলাকে মেরে ফেলো। অনেক বোঝানোর পর, শেষে ভাইয়েরা রাতেই এই দুজনকে মুরতাদ হিসেবে গুলি করে মারেন। এবং তারুশিকে সেই ধারালো স্পেশাল তরবারি দিয়ে কুপিয়ে মারেন, যার প্রতিটা কোপ ছিল হিন্দুদের মুসলিম হত্যার বিনিময় হিসেবে। যা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কথা মনে করিয়ে দিবে।

আমরা ভারতের দিল্লিতে, গুজরাটে ও কাশ্মিরে আমাদের বোনদের ধর্ষণ হবার খবর শুনে ব্যথিত হই, নিরপরাধ ভাইদের জঙ্গি তোকমা দিয়ে প্রহার ও বন্দি করার খবর শুনে কষ্ট পাই, কুরবান ঈদে সামান্য গরুর মাংস নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার কারণে মুসলিমকে হিন্দুরা মিলে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলার খবর শুনে কষ্ট পাই , ফকিরকে ধরে বোল জায় শ্রি রাম বলানো-শিরক করানো। সালাত আদায়ের সময় মুসল্লির ওপর মুশরিক পুলিশের লাথি। এগুলো তো আমরা ভুলিনি।

ভুলিনি আসামের নেলি হত্যাকান্ডের ঘটনা, ভুলি নি কাশ্মিরে দুই বোন কে গণধর্ষণ করতে এগিয়ে আসা হিন্দু মালাউনদের বিশাল এক দলের কথা, যখন আমাদের এক বোনের ডাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসলো না। আর সে তখন নিজের ইজ্জত নিজেই রক্ষা করতে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। আরেক বোন তা না করতে পেরে মুশরিকদের হাতে ছাদের ভেতর গণধর্ষণ হওয়ার সেই করুন ঘটনা আমরা ভুলিনি।

এরই জবাব দিতে আমাদের ভাইয়েরা তারুশিকে জাহান্নামে ও তার লাশ তাদের হিন্দু ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার।

আমরা আমাদের বোনদের হত্যার বিচার করেছি, তাদের বোনকে হত্যা করে। যেই কষ্ট তারা আমাদের দিয়েছে, আমরাও তাদেরকে সেই একই কষ্ট দিয়েছি যা তাদের প্রাপ্য ছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহর ফরমান খুনের বদলে খুন।

এবং সেখানে ইশরাত আখন্দ সহ আরও একজন ব্লগার ছিল। তাদের উভয়কেই মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে হত্যা করার পেছনে কারণ ছিল। ইশরাত আখন্দ ছিল ইসলামের সাথে যুদ্ধরত হিউমান রাইটস বা মানবাধিকার এর কর্মী, যা তাদের ঈমান ভঙ্গের কারণ হিসেবে যথেষ্ট! বাহিরে বাহিরে মানবাধিকার, অভ্যন্তরে আন্তজার্তিক কুফুরি আইনের আনুগত্য স্বীকার করে, মুসলিমদের ভুখন্ডে আগ্রাসন, গুপ্তচারিতা ও কুফফারদের হয়ে মুসলিমদের ক্ষতিসাধন, যুদ্ধ ও চক্রান্তই তাদের মূল কাজ!

আরেকজন ছিল সেকুলার ব্লগার।

আরও অনেক কারণ রয়েছে, সব মিলিয়ে উভয়ের মূল অপরাধ ছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা। যা ঈমান ভঙ্গের ৮ নাম্বার কারণ। এবং ব্লগিং এর মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী প্রচার করে, মুসলিমদের ঈমানহারা করা ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) অপমান, গালাগাল করে লিখিত আকারে প্রকাশ করে তাকে কষ্ট দেয়ার কারণ হিসেবে।

উপরোক্ত দুটি কারণই শারিয়াহ অনুযায়ী যে কোন মুসলিমকে মুরতাদে পরিণত করে ও তার রক্ত হালাল বলে বিবেচিত হয়। আপনারা এই বইটি পড়ে নিতে পারেন,।

এরপর ভাইয়েরা মৃত কাফিরদের লাশ গণনা করেন। আর আমীর ভাইয়ের কাছে লাশগুলোর ছবি পাঠিয়ে দেন। তিনি খিলাফাহকে ছবি প্রেরণ করলে, আমাক এজেন্সি থেকে সংবাদ প্রচার করা হয়। আর সাথে সাথে কাফেরদের ও বাংলার মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়, তারা আইএসের জঙ্গি/যোদ্ধা। এতজন মৃত ইত্যাদি।

এরপর তারা মূল কাজ শেষে আলহামদুলিল্লাহ, এই অভিযান সফল হওয়ায় খুব খুশি ও আনন্দিত পরিস্থিতিতে একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন! একসাথে শেষ সেলফি বা ছবি তুলে রাখলেন মোবাইলে।







নিহত কাফেরদের মরদেহের ছবি।



খিলাফাহ কর্তৃক অফিসিয়ালভাবে দায় স্বীকার। (আমাক এজেন্সির)

এরপর তখন জিম্মি থাকা মুসলিমদেরকে তারা সুন্দরভাবে তাদের পাশে বসিয়ে,

তারা তাদের দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে দারস দেন, এই ঘটনা কেন ঘটানো হলো, শারিয়াহর দলিল ও তার ব্যখা দেন। এরপর রমাদানের ইবাদাত সম্পর্কে দারস দেন।
এবং মোবাইলে, এই সিরিয়ার বোমা বর্ষণে নিহত মুসলিমদের একটি ভিডিও দেখানো হয়।
তারপর এদিকে বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে, মুরতাদ বাহিনীর ঘুম হারাম আর বৃষ্টিতে ভিজে অবস্থা খারাপ।

অবশেষে, ভাইয়েরা নিশ্চিত হলেন আর কোন কাফির বাকি নেই! মোট ২০ জন ছিল। আর লাইট অফ করে জিম্মিদের সামনে রাখার আগ অব্দি সারারাত গোলাগুলিই হয়েছিল। থম থমে পরিবেশ ছিল।

এরপর রাত ২-৩টার দিকে ভাইয়েরা বাথরুম চেক করে, এক হিন্দু বাবুর্চিকে পায় কিন্তু তার পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি। এরপর শনাক্ত হওয়ার পরই সেই হিন্দু বাবুর্চি প্রাণে বাচঁতে ভাইদের কাছে কালিমা পড়তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চায়,

সে মনে মনে তাদের হয়তো পরীক্ষা করছিল, "যদি এরা সত্যিই যদি মুসলিম মুজাহিদ হয়ে থাকে, তাহলে কালিমা পড়িয়ে ছেড়ে দিবে আর তা না হলে আমাকে মেরে ফেলবে।"

অতঃপর তার অনুরোধ অনুযায়ী, নিবরাস ভাই তাকে কালিমা পড়িয়ে দিলেন।
বলো-
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

এরপর বললেন, "আজ তুমি যদি আমাদের সাথে মারা যাও, তুমি ইনশাআল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং এদেরকে (কাফিরদের) আমরা যেভাবে হত্যা করেছি, আর এরা এখন যেভাবে পড়ে আছে, আমরাও একটু পরে তাদের হাতে মারা যাবো; আমাদেরকেও একটু পরে এভাবেই তাদের মত লাশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখবে। আর জান্নাতে দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ"
আর তাকে মুসলিম হিসেবে ছেড়ে দেয়া হয়।

এই নিয়ে হিন্দু মুশরিকটির বিবিসিতে সাক্ষাৎকার, ফুটেজ

লিংক- https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i3hauEotmkf0xqbPXXRQjMP

এরপর তারা শেফদের বললেন, রান্না করতে সাহরির জন্য। শেফগণ পাস্তা রান্না করেন। আর তারা সোফায় বসে ওয়াইফাই দিয়ে তাদের সংবাদ পড়ে হাসতে থাকেন বারবার।

তারপর ভাইয়েরা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করেন। সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না করতে থাকেন।

নিজেদের শাহাদাহ আর গুনাহ মাফের জন্য। এই অভিযানটি যেন বরকতময় অভিযান হিসেবে পুর্ণতা পায় এবং বাংলার মুসলিমেরা যেন পুনঃরায় খিলাফাহকে ফিরে পায় আর বাংলার ভূমিতে বন্দি হওয়া, ক্রসফায়ারে মরা ভাইয়েরা, তাগূত পুলিশের হাতে ধর্ষিত হওয়া বোনেরা যেন জান্নাতে দাখিল হন। এই সমস্ত দুআই তারা করছিলেন।

এরপর সবাইকে বসিয়ে একসাথে সেহরি করেন, কিছু না বলা কথা বলেন। সবাই তা চুপচাপ শুনতে থাকেন। প্রাণের ভয় কাজ করছিল তাদের মাঝে, যদি পুলিশ বা অন্য বাহিনী ভাইদের মারতে গিয়ে তাদেরকেও মেরে ফেলেন?? তারপরও মনে মনে ঠিকই আল্লাহকে সবাই ডাকছিলেন।





সময়টা ছিল ভোর ৫টা, সেহরী করানোর পর সকল মুসলিমদের (পুরুষদের) জামা'তের সালাত অংশগ্রহণ করতে বলার পর, ভাইদের একজন ইমামতি সম্পূর্ণ করেন। ইমামতি শেষে সবার উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলেন।

আর সুবহানাল্লাহ, কি চমৎকার অভিযান বাংলার মুজাহিদিন ভাইদের। এমন অভিযান দুনিয়ার কোথাও পরিচালিত হয়নি। যেখানে জিম্মি থাকা কাফেরদের সাথে মিশে থাকা মুসলিমদের সাথে ভাইয়েরা উত্তম আচরণ করেছেন, তাদেরকে দ্বীনি বিষয়ক দারস দিয়েছেন, একসাথে সাহরি করে ফজরের সালাত আদায় করেছেন এবং সম্মানের সাথে তাদের ও বোনদের বিদায় দিয়েছেন।

তারপর ওপরের ফ্লোরে হাসনাত করিমের সাথে কিছু অজানা বিষয়ে কথা বলেন ভাইয়েরা, এই ফুটেজটি তখন ভাইরাল হয়।







অতঃপর হিযবুত তাহরীরের এই নেতাকে ও সাথে থাকা ছাত্র তাহমিদ যাকে সন্দেহভাজন হিসেবে ত্বাগূত সরকারের গোয়েন্দাবাহিনী চিহ্নিত করে রাখে।

তারা ধারণা করে, হিযবুত তাহরীর যেহেতু খিলাফাহ চায়, হয়তোবা তারা আইএস খিলাফাহর সাথে এ জন্য যুক্ত হয়েছে। এবং সেদিনই তাকে ও তাহমিদকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু পরে বোঝা গেছে, তিনি ও তাহমিদ এর সাথে জড়িত নন। ছাত্র হিসেবে কেবল নিবরাস ও রোহান ভাইকে চিনতেন। এবং হয়তোবা, ওপরের ফ্লোরে খিলাফাহর এই মিশন সম্পর্কে ভাইদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এতটুকুই। কিংবা ত্বাগূত এর গোয়েন্দা বাহিনীর নিকট বিষয়টিকে আরও জটিল বানাতে ভাইয়েরা এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাহমিদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দিয়েছেন। যাতে বুলেট ছিল না। দাবী পুলিশের। আল্লাহই ভালো জানেন। (এডমিনের ধারণা)

আর ফজরের কিছুক্ষণ আগে রাত ৪টায় ত্বাগূত হাসিনার 'শেষ ভরসা' মুরতাদ সেনাবাহিনী সহ তাদের স্পেশাল ফোর্স প্যারাকমান্ডোর সদস্যগুলো তাদের সাজোয়া যান সহকারে গুলশানে চলে আসে। তারা ভাইদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনার নাম দেয়- অপারেশন থান্ডারবোল্ট। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমীর বলে দেন ভাইদের, "প্যারা কমান্ডোরা আসছে তোমরা শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও এবং নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে তাদের মারো এবং মরো। ইনশাআল্লাহ জান্নাতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে!"





বাংলাদেশের কোন মুজাহিদিন হামলায় ইতিপূর্বে মুরতাদ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়নি। যেমনটি হলি আর্টিজান আর আতিয়া মহলে খিলাফাহর সৈনিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।



চেহারাতে আতংক আর ভয়। শেয়ার করছে, ভাইদের সাথে তাদের মুখোমুখি লড়াইয়ের পর কতটা মার তারা খেয়েছিল। এবং তাদের ব্যপারে যা যা জেনেছে৷ তাই বলেছে মুরতাদ সেনাদের কাছে। এরাই হাসিনার শেষ ভরসা।

তখন ভাইয়েরা লড়াকু মনোভাবের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সবাই হাতে একে-২২ রিলোড এবং গ্রেনেড, বিস্ফোরক প্রস্তুত রাখেন। বিভিন্ন জায়গায় কভার হিসেবে টেবিল ইত্যাদি বস্তু কৌশলগতভাবে বসিয়ে দেন। গ্যাস সিলিন্ডার তারা দরজার সামনে বসিয়ে দেন, যেন মুরতাদ সেনাদের পাশে সেই সিলিন্ডারে গুলি করার সাথে সাথে বিস্ফোরণে মারা যায়। তারপর আরও অনেক কিছুই আগে থেকেই বসিয়ে রেখেছিলেন।

এরপর সকাল ৭টার দিকে মুরতাদ সেনারা তাদের অপারেশন অনুযায়ী গুলাগুলি শুরু করে, ভাইয়েরাও আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবর তাকবীর দিয়ে পালটা গুলি চালিয়ে তাদের অন্তরে ত্রাস-ভীতি সঞ্চার করেন। হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, তখন পুলিশ সোয়াট সবাই একসাথে ফায়ারিং শুরু করে। পুলিশ সবাই করছিল একসাথে গুলি আর সোয়াট করছিল স্নাইপারের মাধ্যমে একের পর এক গুলি। এসব নাটক অভিনয়ের জন্য জনগণ এখনো হাসাহাসি করে। ৫ জনকে শেষ করতে, সমস্ত শক্তি ব্যায়।

অপারেশনের সময় চারিপাশের পরিবেশ নিয়ে ভিডিও ফুটেজ:

লিংক- https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i5rixkdBjQTRnvlu7MlG1nF

এরপর গোলাগুলির ২০-২৫ মিনিট পর ভাইয়েরা, মুসলিমদের ব্যাপারে চিন্তা করে। তাদের বিদায় দিয়ে দিলেন। এবং সকল মুরতাদ ও কাফিরকে সুনিশ্চিতভাবে হত্যা করার পর, মুসলিমদের ছেড়ে দিয়ে, বলেন- আপনারা চলে যান। যাওয়ার পর আমাদের ব্যপারে সত্যিইটি বলবেন। ইনশাআল্লাহ

এবং কিছু মুসলিমকে নিজেদের কাছে রেখে দেন।

এর মধ্যে ছিল কেবল রেস্টুরেন্টের বাবুর্চিগণ। সাইফুল, শাওন এবং এক হিন্দু বাবুর্চি যে কিনা ইসলাম গ্রহণের নাটক করেছিল ভাইদের কাছে। এই ৩ জন সহ আরও কয়েকজন ছিল। হয়তোবা, রেস্টুরেন্টের রান্না-বান্নার উদ্দেশ্যে তাদের রাখা হয়েছিল।

আর মুসলিমদের ছেড়ে দেয়ার পর, তারা ত্বাগুত বাহিনীর হেফাজতে চলে যায়। এবং বিস্তারিত সবকিছুর ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়।

সরকার নিশ্চিত হয়, সকল বিদেশী ও দেশী কাফির নিহত হয়েছে।

এরপর মুরতাদ সেনাদের গায়ের জোর বেড়ে গেল, তারা চিন্তা করলো এখন আর সমস্যা নেই! আর ভাইয়েরাও তাদের ঈমানি জোর আরও বাড়িয়ে দিলেন, এই ভেবে- এখন আর কোন সমস্যা নেই!
দুই পক্ষই অগ্রসর হলো, অস্ত্র নিয়ে একে অপরকে হত্যা করার জন্য!
একপক্ষ, আল্লাহর জন্য এবং আরেকপক্ষ, ত্বাগুতের দেয়া কিছু নগন্য টাকার বেতনের জন্য!

আল্লাহু আকবর.. আল্লাহু আকবর..

গোলাগুলি শুরু হয় প্রথমে প্যারা কমান্ডোর, তারপর পুলিশেরা চারপাশ থেকে ফায়ারিং শুরু করে। সোয়াট স্নাইপার টিম স্নাইপারে টার্গেট এর খোজ করতে থাকে। আর ভেতর থেকে ভাইয়েরা আল্লাহু আকবার তাকবীর দিয়ে গোলাগুলি করতে থাকেন, ঠিক ইরাক-সিরিয়ার মুজাহিদিনদের মতন।

প্রায় ১ ঘন্টা একটানা গুলাগুলির পর,

মুরতাদ সেনারা ভেতরে প্রবেশ করার জন্য তাদের মনিব ক্রুসেডার আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণের কিছু অংশ কাজে লাগালো। হলি আর্টিজানের গেটে প্রবেশ করার জন্য তারা এপিসির ব্যবহার করলো। ৩টি এপিসি ছিল তাদের সাথে।

তারা দুটি এপিসি নিয়ে রেস্টুরেন্টের গেটে আঘাত হানে। এরপর তা দিয়ে গেট ভেঙে ফেলে, ফেলার পর ৯ জন বা এর অধিক মুরতাদ প্যারা কমান্ডো নিচে ফ্লাশ গ্রেনেড বা ফ্ল্যাশ ব্যাং নিক্ষেপ করে।

তারা ভেবেছিল, ভাইয়েরা হয়তোবা গুলাগুলি করে নিচে থাকবে। এবং ফ্লাশ ব্যাং এর মাধ্যমে ১ মিনিটের জন্য ভাইয়েরা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলবে আর তারা পাখির মত ভাইদের গুলি করতে হত্যা করবে। এই আদিকালের টেকনিক এখন সমর যুদ্ধে অকেযো, সেটা তাদের মনিব ক্রুসেডার আমেরিকা তাদের শেখায়নি।

এপিসির আগমনের পরই, তারা সাথে সাথে উপরে উঠে গিয়েছিল, যখন প্যারা কমান্ডো ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

এরপর প্যারা কমান্ডোরা গেটের ভেতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করে নিচতলায় কেবল লাশ আর লাশ দেখতে পায়।

ওপরে ওঠার পরে টানা গোলাগুলি চলতে থাকে, এক পর্যায়ে স্নাইপারের মাধ্যমে ২ জন শহীদ করা হয়। এরপর (তাগূতের দাবী) ১৩ মিনিট একটানা গোলাগুলির পর বাকি ৩ ভাইকে শহীদ করে। (ইনশাআল্লাহ) আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি- এর চাইতে অধিক সময় লেগেছে, অর্থাৎ ১ ঘন্টা, ১৩ মিনিটের অধিক।

সত্যিই, এই হচ্ছে ঈমানের জোর। মাত্র ৪ মাসের প্রশিক্ষণ ছিল মুজাহিদ ভাইদের, এতেই এত মুরতাদ পুলিশ-সেনাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। হাতের একে ২২ দিয়ে। অথচ প্যারাকমান্ডোরা সরকার থেকে একটানা ২ বছর ট্রেনিং নিয়ে, বাহিরে নানান দেশ থেকে ট্রেনিং+ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসার পরও! টাইপ ফিফটি সিক্স, এমপি ফাইভ আর এপিসি- সাজোয়া যান সহ, নানান বাহিনীকে সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়েও, মুজাহিদিনদের কাছে তারা ছিল অসহায়দের মতন।

তাগূত হাসিনা গণভবনে বসে সরাসরি এই অপারেশন দেখেছিল।

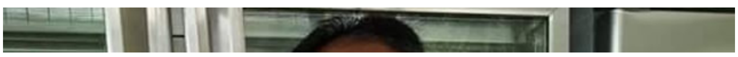
অপারেশনের ভাইরাল হওয়া ভিডিও, যা পাশের ভবনে লুকিয়ে থাকা চীনা কাফের ধারণ করে এবং ভাইদের সাথে মুরতাদ প্যারাকমান্ডো সেনাদের লড়াইয়ের ফুটেজ।

লিংক- https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i6lrHKLCA79OJciydcOkO3E





ভূড়িওয়ালা মুরতাদ প্যারাকমান্ডো, সবচেয়ে কঠিন ট্রেনিং গ্রহণের পরও আল্লাহ এদের এমন মোটা শরীরের মাধ্যমে শাস্তি দিচ্ছেন।





বাবুর্চি সাইফুল যাকে জঙ্গি হিসেবে মিডিয়াতে দেখানো হয়, অথচ সে মুজাহিদদের কেউ ছিল না। আড়াল করা হলো, রোহান ভাইয়ের লাশের ছবি।

এরপর বাবুর্চি সাইফুলকে হত্যা করা হয়- যখন মুজাহিদিন ভাইদের সাথে মুরতাদ সেনাদের গুলাগুলি চলতে থাকে, তখনই। এবং সেসময়, সাইফুল নিরস্ত্র অবস্থায় ছিল। এবং কর্মী শাওন, যাকে মুজাহিদিনদের শহীদ হওয়ার পর (ইনশাআল্লাহ), নির্মমভাবে পেটে ঘুষি ও লাথি দিয়ে রক্ত ঝড়াতে থাকে মুরতাদ সেনারা। ফলে শাওন সেখানে মারাত্তক ইনজুরেড হন, শাওন কে হাতকড়া পড়িয়ে তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।আবার পুনঃরায় পুলিশ হেফাজতে এনে মারধর করে, ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করে পুলিশ।

সমস্ত নিউজ টেলিভিশনে তা ধামা চাপা দেয়া হলেও, নিহত সাইফুল এবং শাওনের পরিবারের বক্তব্য ও সাংবাদিকদের লেখনিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে এই ২ জন কে আমাদের মুজাহিদিন ভাইয়েরা হত্যা করেননি, এবং এদেরকে হত্যা করে মুরতাদ বাংলা সেনা ও পুলিশেরা। শাওনের মা, তিনি তার গ্রামে পিঠা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্বামী মৃত, অভাবে-অনাটনে সংসার চালাতেন।

তার ছেলে যেই রেস্টুরেন্টে কাজ করেন, সেই রেস্টুরেন্টে বন্দুকধারীদের জিম্মি করার খবর পেয়ে গ্রাম থেকে ছুটে অসহায় মা ঢাকায় আসেন। আসার পর গুলশান এলাকায় প্রবেশের পর, রেস্টুরেন্টের অনেক দূর থেকে চিৎকার-চেচামেচি করছিলেন। পুলিশের বাধায় আর যেতে পারছিলেন না। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় শাওনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শাওনের মা সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, ছেলের নাকে ও মুখে রক্ত বের হচ্ছে। কাপুনি দিচ্ছিল।

ছেলেকে ধরে কান্নারত অবস্থায় জিজ্ঞেস করছিলেন,
"বাবা তোর কি হইছে? কে মারছে তোরে??"

শাওন তখন গোঙ্গানো অবস্থায় একটি মাত্র উত্তর দিচ্ছিল বারবার।

"স্যার আমারে আর মাইরেন না। আমি কিছু করি নাই! আমারে আর মাইরেন না।"

তখনই তার অসহায় মা নিশ্চিত হন, তাকে মুজাহিদিনেরা মারে নি। মেরেছে মুরতাদ কমান্ডো সৈনিকেরা।
তার মা বলেন, এই হত্যাকান্ড জঙ্গিরা করেনি। এটা পুলিশ-সেনাবাহিনীর কাজ!

এর যুক্তি হিসেবে তার মা সাংবাদিক-মিডিয়ার কাছে উপস্থাপন করেন, স্যার বলা হয় ইউনিফর্ম পরিহিত প্রশাসনিক-সামরিক লোকদের। জঙ্গি বা মুজাহিদদের নয়।

এবং ত্বাগূত হাসিনার চাপে, মিডিয়া এটি তেমন বড় করে জনগণের কাছে দেখাতে সক্ষম হয়নি।

এরপর তাকে পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ প্যারা কমান্ডোর রিমান্ডের ওপর পুলিশি রিমান্ড!
এরপর সেখানেই রক্তাক্ত শাওনকে ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করা হয়।

এই হচ্ছে, তাদের আসল চেহারা। সামান্য একটি অভিযানে, তারা যুদ্ধ অপরাধ করে বসেছে। আর দেশে যুদ্ধ শুরু হলে তখন ইরাকে আমেরিকানদের মত তারাও নীরিহ মুসলিমদের ওপর আরও অধিক আগ্রাসীরূপে অগ্রসর হবে।



রক্তাক্ত অবস্থায় হলি আর্টিজান কর্মী শাওন।





শাওনের মা প্রতি বছরই ছেলের জন্য কান্নাকাটি করেন। এর সুষ্ঠু বিচার কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'লা করবেন। এবং এর প্রতিশোধও ভবিষ্যৎ এ ভাইয়েরা নিবেন। যদি আল্লাহ চান তো।



তারা ভাইদের হাসি মাখা মুখের ছবি তুলে নি। মাথা নাড়িয়ে দিয়ে তারপর ছবি তুলেছে। ETVর ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন।



বামপাশের এবং মাঝখানের ভাই হাসছেন। শাহাদাহ তো অবশ্যই মিষ্টি দুধের পেয়ালার চেয়েও মিষ্টি হয়ে থাকে!

মিডিয়াতে চাপের কারণে, রোহান ভাইয়ের মৃতদেহ দেখানো হয়নি।
কারণ সে আওয়ামিলীগ নেতার সন্তান ছিল। আওয়ামিলীগ এর বদনাম হবে এই কারণে।
তার বদলে, বাবুর্চি সাইফুলকে জঙ্গি বা মুজাহিদ হিসেবে দেখানো হয়।

অথচ তাকে দাওলাহ থেকে কোন মুজাহিদ হিসেবে দেখানো হয়নি। দেখানো হয়েছিল কেবল ৫ জনকেই! এবং সেই হিন্দু বাবুর্চিকে একটি টোকাও দেয়নি, মুরতাদ প্যারা কমান্ডো সদস্যরা। এরা হচ্ছে, হিন্দুদের ভাই। যেমন তালিবান, হামাস রাফিদাদের ভাই!

এবং অনেকেই ধারণা করেন, এরপর শুধু এই কাজে তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা ফারাজকে জঙ্গি হিসেবে না দেখিয়ে, বন্ধুপ্রেমী ও বীর হিসেবে দেখিয়েছে, কারণ সে ট্রান্সকম গ্রুপের মালিকের নাতী। ট্রান্সকম গ্রুপের চেহারা অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে।

মূল কারণ, তারা ট্রান্সকম গ্রুপের মালিকের সন্তান ফারাজকে জঙ্গি হিসেবে প্রথমে সন্দেহ করে, কারণ নিবরাস ভাইয়ের সাথে তার কাছাকাছি একটি ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু পরে তার নিহত হবার খবর পাওয়ার সাথে সাথে, এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে মূল সত্যতা।

আমি ব্যাক্তিগতভাবে, ফারাজের মিডিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ঘটনাকে অধিক প্রাধান্য দিব, কেননা তাকে মেরে ফেললে, বাকি দুই মেয়েকে সৈনিকেরা মারার কথা না। বিশেষ করে, তারুশী ছিল হিন্দুয়ানি প্রডাক্ট, তাই তা কখনোই সম্ভব নয়। আর ফারাজ মুজাহিদ হলে, মিথিলাও মুজাহিদা হওয়ার কথা, আর ফারাজ একাই মুজাহিদ হলেও তারুশির পাশাপাশি মিথিলাকে মারার কথা না। কারণ মুজাহিদিনেরা অযথা কোন মুসলিমকে মারবেনও না।

আর ভাইয়েরা যদি মেরেই থাকেন, তাহলে উক্ত ঘটনাই সত্য, যে.. তারা ৩ জন একে অপরকে বাচাতে চেয়েছিল।

এবং এরপর মুরতাদ প্যারা কমান্ডো হাউজ ক্লিন মিশন শেষে ২৮এ রমজান মাসে দিনের বেলা মাঠে বসে বিরিয়ানি খাচ্ছিলো! এবং গর্বের সাথে গর্দভ মিডিয়া তা প্রকাশ করে। তবে তাদের সকলের সালাত, সিয়াম কেবল ব্যায়ামেরই অংশ। কেননা আল্লাহ তাদের ঈমান ও ইবাদাত কখনোই গ্রহণ করেন নি। তারা গইরুল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে হয়েছে, দ্বীনত্যাগী মুরতাদ। চিরস্থায়ী জাহান্নামী।





জুরাইন কবরস্থানে অবস্থিত ৫ ভাইয়ের কবরস্থান।

এরপর ভাইদের লাশগুলো নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি অনেক কিছুই তারা খতিয়ে দেখে। পাগল গবেষণাবিদ বা চিকিৎসক বলেছে, তারা একে অপরকে চাপাড়ি দিয়ে কুপিয়েছে।

হ্যা আপনি হাসতে পারেন, জঙ্গি থেকে জম্বি বানানোর নাটক। এই সমস্ত কারণে মুজাহিদিনদের হামলাকে এদেশের জনগণ এখন সরকারের তৈরি নাটক মনে করে।

তারুশি জেইন সহ নিহত নারীদের শরীর পরীক্ষা করে চিকিৎসক বলেন, তাদের কাউকেই জঙ্গিরা ধর্ষণ করেনি।
এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কতই না মন্দ তাদের চিন্তাভাবনা। যদি একবার জাতির নিকট, মুজাহিদিনদের মন্দভাবে দোষারোপ করা যায়।

এবং তাগূতী মিডিয়াতে দাবী করা হয়, সেই ভাইদের লাশ ধৌত করে পেট মোটা মুরতাদ পুলিশেরা তাদের জানাজা সম্পন্ন করে এবং রাজধানী ঢাকার জুরাইন কবরস্থানে দাফন করে। এবং তাদেরকে অজ্ঞাত হিসেবে দাফন করা হয়। তাদের কবর কেউ দেখতে আসেনি, হয়তোবা জঙ্গি হওয়ার কারণে। বলে দাবী, তাগূতী মিডিয়ার। এই তাদের কবরের ছবি,

আর এক ভাই হতে শুনেছেন এডমিন, তাদের লাশ ৩-৪ মাস অব্দি কেবল ফ্রোজেন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এরপর দাফন করা হয়েছিল।

উক্ত ঘটনায় তারুশী জেইনের বাবা বলেছিল, আমার মেয়েকে তারা এমনভাবে কুপিয়েছে। আমি চিনতে পারছি না, এটা আমার মেয়ে।

নিহত মানবাধিকার মুরতাদনি কর্মী ইশরাত আখন্দের সাংবাদিক এক বান্ধবীর ফেসবুক স্ট্যাটাসে ভাষ্য, আমার সাংবাদিকতার জীবনে অনেক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন লাশ দেখেছি, কিন্তু তোর লাশের থেকে আগত এত দূর্গন্ধের মত অন্য লাশে এত দূর্গন্ধ পাইনি।

জাপানের প্রেসিডেন্ট কেদেঁ কেদেঁ বলেছিল, আমরা আইএসের ওপর এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো না।
(কারণ ইতিপূর্বে বহু জাপানিজকে ইরাকের আল কায়দা নামে পরিচিত থাকার অবস্থা থেকে শুরু করে খিলাফাহ অব্দি জাপান সরকার হারিয়েছে। মূল কারণ ছিল, মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকার জন্য!)

সমস্ত বিদেশীদের একটিই কথা ছিল, বাংলাদেশ এখন অনিরাপদ। এই অভিযান পরিচালনার পর অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয় হাসিনা সরকার। ক্ষমতা নিয়ে আন্তজার্তিক চাপ, সরকারের দায়বদ্ধতা ও নিরাপত্তা নিয়ে বহু প্রশ্ন তোলা হয়।

বাংলার অসংখ্য মুওয়াহহিদ ভাইয়ের কাছে এটি জিহাদের দাওয়াহ হিসেবে কাজ করে। ফলে সত্য জেনে, অনুপ্রাণিত হয়ে- তারা দাওলাহতে যোগদান করেন ও সমর্থন করেন। (এর মধ্যে এই ওয়েবসাইটের এডমিন একজন)

ক্রুসেডার জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি অন্যতম ভূমিকা রাখে। এবং এতে আমেরিকা ও তাদের মিত্ররা আরও চিন্তায় পড়ে যায়।

বড় সাফল্য হচ্ছে, ইরাকে নিহত মুসলিমদের পরিবার সদস্যগণ এতে প্রশান্তি ফিরে পান তাদের অন্তরে। নিহতদের হারানোর খুব বেশি কষ্ট ও বেদনা লুকিয়ে ছিল, তাদের অন্তরসমুহে!

খলিফার (রহিমাহুল্লাহ) আদেশে,

বাংলার মুজাহিদিনগণ প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে, ন্যায় বিচার সম্পন্ন করেন। আলহামদুলিল্লাহ!

উক্ত ঘটনার সঠিক সত্যতা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'লাই জানেন। এই প্রবন্ধটি আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ ও অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পরে তা লিপিবদ্ধ করি। তাই এটি বিশ্বাসযোগ্য। ইনশাআল্লাহ,



খিলাফাহ কর্তৃক নির্ধারিত বাংলার প্রথম আমীর শায়খ আবু ইব্রাহীম আল হানিফ আল বাঙালী (রেহিমাহুল্লাহ)। যার মূল নাম, সাইফুল্লাহ ওজাকি। তিনি কিশোর বয়সে হিন্দু থেকে মুসলিম হন। এবং মজার বিষয়, তিনি আমীর হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দু/ ইস্কন পুরোহিতদের ছাড় দেন নি। কাউকে হত্যা করেছেন, কাউকে চিঠির মাধ্যমে আগাম হুমকি দিয়েছেন।



হলি আর্টিজান অভিযানের অপারেশনাল কমান্ডার তামিম ভাই মুরতাদ বাহিনীর সাথে গোলাগুলি করে আল্লাহর পথে নিহত হন। রবের নিকট আমরা তার শাহাদাৎ কামনা করি।



বরকতময় এই অভিযানের পেছনে লুকিয়ে থাকা নায়কগণ।

অবশেষে সেই ৫ ভাইয়ের কাফেরদের হাতে নিহত হবার ইচ্ছা পূরণ হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, এবং উক্ত অভিযানে পেছনে লুকিয়ে থাকা নায়কেরা হচ্ছেন তারাই। হ্যা, এই ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আইএস খিলাফাহ'র বাকি মুজাহিদিন ভাইদের। যারা জেলবন্দি হয়ে, ফাসির রায় শুনে এতে হতাশ বা ভীত না হয়ে হাসির সাথে তাওহীদের চিহ্ন দেখাচ্ছেন। একজন ভাই তো আদালতে খিলাফাহর পতাকার টুপি বানিয়ে নিয়ে মাথায় পড়েছিলেন, নাম রিগ্যান ভাই। অনেকেই চিনেন তাকে। জালিম তাগুত সরকার এর পক্ষ থেকে, তাদের জন্য ২০২৪ সাল অনুযায়ী আমৃত্যু রায় দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর আগ অব্দি তাদেরকে জেলখানায় থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে আমরা দু'আ করি, যেন আল্লাহ তার মুজাহিদদের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের মুক্তি তরান্বিত করেন এবং তাদের মাফ করে, জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করান। আমীন।

এবং ঘটনা ব্যখায় কোন একটি ক্রটি থাকলে আল্লাহ আমাদের স্মৃতিপট হতে তা মুছে দিন। এবং উক্ত মুজাহিদ ভাইদের ও নিহত বার্বুর্চি ভাইদের আল্লাহ শহীদ হিসেবে কবুল করুন, যারা আমাদের মুসলিমদের রক্তের বদলা গ্রহণ করেছেন এবং ঘুম হারাম করেছেন সমস্ত কাফেরদের। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামীন।





আর ছবিতে থাকা রেশ ভাই ও বাকি ২ ভাই কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে মুশরিক গোয়েন্দা সংস্থা র এর গোলাম ও ইস্কন সদস্য জেল সুপার সুব্রত কুমার বালার হাতে শহীদ হন। সময়টি ছিল, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে যখন হাসিনা ছাত্র জনতার গণঅভ্যুথানে দেশ ছেড়ে ভারতে পালায়। এবং সারাদেশ ও বিভিন্ন কারাগারে আওয়ামীবিরোধী স্লোগান দেয়া হয়। আমাদের ভাইয়েরা সেদিন স্লোগান দেয়া অবস্থায় মালাউন জেল সুপার সুব্রত কুমার বালা ও তার কারারক্ষীরা ভাইদের গুলি করে শহীদ করেন। মোট ৬ জন মুজাহিদ শহীদ হয় এবং তাদের সাথে থাকা সাধারণ মুসলিম বন্দিরাও শহীদ হন। আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল করুন। আমরা শেষ করছি, রেশ ভাইয়ের নিহত হওয়া ছবিটির মাধ্যমে। আল্লাহ এই ভূমিতে মুজাহিদিনদের হাতে শারিয়াহ ও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করে দিন। আমিন

Songshoy Niroson
"সংশয় নিরসন"

সত্যের বার্তা পৌছে দেয়ার একটি প্রয়াস ☝